ভাদু।

(মানভুম অঞ্চলের পূজিতা দেবী বিশেষ।)



শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ আঢ্য প্রণীত।

শ্রীসত্যেন্দ্র নারায়ণ আঢ্য কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা ;

৭৮ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, নিউ ব্রিটেনিয়া প্রেস হইতে
শ্রীমতিলাল সিংহ দ্বারা মুদ্রিত।



১৩০৭ সাল।



উৎসর্গ পত্র

৺শ্রীমন্ত আঢ্য।

আর্য্য! আপনার পুত্রবাৎসল্যের ইয়ত্তা ছিল না। আপনি পুত্রশোকে অধীর হইয়াই ইহ-লোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ভাগ্য দোষে এ দগ্ধ অদৃষ্টে পুত্রোচিত কোন কার্য্যই ঘটে নাই। আমি জন্ম জন্মান্তরে সেই ঋণে ঋণী হইয়া মনের উদ্বেগে কালযাপন করিব। এ ক্ষণে সেই উদ্বেগের কিয়দংশ লাঘব করিবার লালসায় এই "ভাতু" নামা পুস্তক খানি আপনার স্বর্গীয় উদ্দেশে অর্পণ করিতেছি ইতি।

১৯শে মার্চ্চ
১৮৮৯ সাল।

শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ আঢ্য



ভূমিকা।

বাকুড়া, মানভূম প্রভৃতি জেলার প্রায় সকল লোকের প্রতি ভাদ্রের সংক্রান্তির রাত্রে ভাদু মূর্ত্তির অর্চ্চনাদি করিয়া পরদিন প্রাতে তাহা মহা সমারোহ পূর্ব্বক বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। এই উপলক্ষে নৃত্য গীত আতসবাজী প্রভৃতির ক্ষান্তি নাই। সমস্ত রাত্রিতে লোকে সমাগম ও ধূম ধাম্ এতাধিক হইয়া থাকে যে তাহাতে কর্ণ বধির হইয়া যায়, এবং রাজ পথে গমনাগমন বড়ই দুষ্কর হইয়া উঠে। বস্তুতঃ আমি তথায় থাকিবার কালে দেখিয়াছি যে কলিকাতা সহরের শারদীয় পূজার মত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সুতরাং আমি তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বহু যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া কিম্বদন্তী আদি সংগ্রহ পূর্ব্বক এই পুস্তক-রচনা করি; কিন্তু ইহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিব এমত আশা করি নাই। দৈববশতঃ কতক-গুলি বন্ধু এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গ্রন্থ খানি পাঠ

করেন এবং অনেক লোক ভাতুর কথা শুনিবার উৎসুক থাকায় ইহা প্রকাশ করিবার উৎসাহ দেন। আমি তাঁহাদের কথায় আশান্বিত হইয়া এই বহিখানি এক্ষণে প্রকাশ করিতে সাহসিক হইয়াছি।

এই পুস্তক কোন গ্রন্থ বিশেষ অবলম্বন করিয়া লিখিত হয় নাই ; তবে যতদূর পারিয়াছি মূল ঘটনা অবলম্বন করিয়াই ইহা রচনা করিয়াছি। কিন্তু ইহা উপন্যাস নহে, সুতরাং এক্ষণকার পাঠক-পাঠিকা মহোদয়ের ইহা রুচিকর হইবে কিনা তাহা তাঁহারাই জানিবেন। ফলতঃ যাঁহারা ভাতুর বৃত্তান্ত জানিতে নিতান্ত উৎসুক তাঁহাদের কৌতুহল কিয়ৎ পরিমাণে নিবৃত্তি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। আমার বিনা অনুমতিতে এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কণের কাহারও ক্ষমতা থাকিবেনা।

নাটোর
সন ১৯০৩, ১৫ মার্চ্চ।

শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ আঢ্য
সাং জাহানাবাদ
জেলা হুগলি।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

কোন বিশেষ কারণ বশতঃ গ্রন্থকারকে এই বহি সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকর্দ্দমা করিতে হওয়ায় তিনি ইহা পুনঃমুদ্রিত করণে বিরত ছিলেন, কিন্তু বহি খানির রচনায় লালিত্য ও পারিপাট্য দেখিয়া আমি তাঁহার অনুমতি মত সংশোধিত করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। ইতি ইং ১৯০৩, ১৫ই মার্চ্চ।

শ্রীসত্যেন্দ্র নারায়ণ আঢ্য।
কলিকাতা, প্রেসিডেন্সী কলেজ।

ভাত।

আনুক্রমণিক অধ্যায়।

ইন্দ্র ও মাতুলির নন্দন কানন ভ্রমণ এবং ভাতুর বিষয় উক্তি।

এক দিন সুরপতি মাতুলির সনে,
ভ্রমেণ সানন্দ মনে নন্দন কাননে।
নন্দন বনের শোভা অতি মনোহর।
হেরিলে মানস মুগ্ধ প্রফুল্ল অন্তর॥
হরষে মাতুলি তবে করে নিবেদন।
কেন মর্ত্ত মধ্যে হয় ভাতুর পূজন॥
কেবা ভাতু কার কন্যা পূজনে কি ফল।
শুনিতে বাসনা বড় মম, আখণ্ডল!
শুনিয়া কহেন তবে দেব শচিপতি।
ভাতুর বৃত্তান্ত বলি, শুন, মহামতি!
তাঁহার পবিত্র কথা অতি মনোহর।
শ্রবণে যুড়ায় জীব কহেন শঙ্কর॥

সর্ব্বজনে হয় দয়া পায় দিব্যজ্ঞান।
ঈশ্বরে ভকতি হয় স্বর্গের সোপান॥
হেন সুচরিত কথা করহ শ্রবণ।
আমি যাহা জানি তাহা করিব বর্ণন॥

হর পার্ব্বতীর কৈলাস কানন ভ্রমণ ও হরের ঈশ গুণ গান।

বসন্তের শেষাশেষি গ্রীষ্ম হয় হয়।
এক দিন দিবা গতে সন্ধ্যার সময়॥
হাসিয়া হাসিয়া রবি সহস্র কিরণ।
পশ্চিম তোরণে আসি করিছে শয়ন॥
পাখী সব ঘোর রবে ডাকে শশধরে।
আসি শশী দিল দেখা আকাশ উপরে॥
ঝিকিমিকি শত শত শুভ্র তারা গণে।
শোভিতে লাগিল ক্রমে সুনীল গগনে॥
হেলে দুলে থর থর গতি অতি ধীরে।
বহিছে মলয় বায়ু আমোদি সংসারে॥
দেব দেব মহাদেব ভবেশ ভবানী।
কৈলাস শিখরে বৈসে জানহ আপনি॥
হেনকালে সেই দিন অতি হৃষ্ট মনে।
প্রবেশি দেখেন শোভা কৈলাস কাননে॥
আহা, মরি! কিবা শোভা এ হেন কানন।
দেবের আনন্দ কর সুখের রতন॥

চারিদিকে শোভে তার বৃক্ষ কত মত।
কুন্দ তুন্দ কুটজ কদলী শত শত॥
পঞ্চ পত্র সপ্ত পত্র আদি বিল্বসার।
ব্যোমকেশ সদা বাঞ্ছা করেন যাহার॥
জাতি যূথী মল্লিকা মালতী পুষ্প যত।
গোলাপ টগর বেলা আদি মনমত॥
সম্মুখেতে সরোবর সরসী প্রধান।
নয়ন যুড়ায় হেরি তাহার বিধান॥
কুমুদ কহ্লার তার মধ্যে শোভা পায়।
আমোদিত জলরাশি সেঁউতি সেথায়॥
শশী তায় বায়ুভরে হেলে দুলে খেলে।
নাচিয়া নাচিয়া ধায় গভীর সলিলে॥
মুদিয়া নয়ন এবে কোমল কমল।
পবন পরশে হেলে ডুবিতে কেবল॥
এইরূপ চারিদিক করি দরশন।
ভবেশ ভবানী দোঁহে অতি হৃষ্ট মন॥
উপনীত হইলেন সরসী উত্তরে।
মণিময় ঘাট যথা মহা শোভা ধরে॥
ঘাটের উপরে গৃহ প্রস্তর রচিত।
চারিদিকে বনলতা পুষ্প বিকশিত॥
তথা আসি মহাদেব নন্দীরে স্মরিলা।
করযোড়ে নন্দী আসি তথা উত্তরিলা॥
প্রণত হইয়া তবে করে নিবেদন।
কি আজ্ঞা দাসের প্রতি, দেব, ত্রিলোচন!

সহর্ষে কহেন হর নন্দী ভৃত্যবরে।
বসিতে আসন আন মন্দির ভিতরে॥
পাইয়া আদেশ তবে শিব অনুচর।
বিছাইলা বাঘ ছাল তাহার ভিতর॥
আসন উপরে হর বসিলা আপনি।
তাঁর পাশে বসিলেন মঙ্গলা ভবানী॥
বহিল ক্রমেতে আরো শীতল পবন।
মন্দ মন্দ ক্ষীণ ইন্দু অস্তমিত হন॥
কিছুক্ষণ শ্রান্তি দূর করি দুই জনে।
পুলকিত হইলেন স্বভাবের গুণে॥
একেত কৈলাসপুরী সদানন্দময়।
তাহাতে এ সুখময় সময় উদয়॥
দেখিয়া সে সব ভাব হর হরষিত।
মহানন্দে গাইলেন ঈশ্বর চরিত॥

১ম—গীত।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল মধ্যমান।

কে, জানে হে! মহিমা তোমার।
প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কাণ্ড কিবা কাণ্ড চমৎকার॥
নীলাকাশে সূর্য্য শশী. প্রকাশিছে দিবানিশি,
শোভিত নক্ষত্ররাশি গৌরব অপার!
জলধি পবনে হেলে; মকর কুম্ভির জলে,
বিহঙ্গম উপকূলে, গুণ গায় কার!

নীরস ভূধর তলে, নদ নদী কূলে কূলে,
বহি গায় হেলে ছলে, কৌশল প্রচার।
খদ্যোতে রচিত হার, শ্বেতময় পুষ্পাসার,
রঙ্গে অঙ্গে বিটপীর, হেমময় হার।
কে জানে হে কিসে কি হয়, অসম্ভবে সম্ভোদয়,
কোথাও বা হয় কোথাও বা লয়, ভাবিয়া অধীর।

২য়—গীত।

রাগিণী সুরট—তাল ঝাঁপতাল।

জগদীশ জপনা বিনা এ জগতে কি কাজ আছে।
বিপদ তারণ, কল্যাণ নিদান,
লওরে স্মরণ শ্রীপদ অম্বুজে॥
নিদ্রালস ত্যজি, জাগ, মূঢ় মন!
জ্ঞান মন্ত্র পরে কর সম্মিলন,
তাহে সাধ মুখে নাম সঙ্কীর্ত্তন,
বিষয় আশয়ে ডুবনা, রে, মিছে।
যাগ যোগ ধ্যান, তীর্থ গমন,
জ্ঞান উপদেশ, শাস্ত্র আলাপন,
নহে কভু সম সে নাম জপন,
শ্রীহরি গুরুজ্ঞান সরোজে॥
অনাদি অক্ষয় অচ্যুত অনন্ত,
অমোঘ অনর্ঘ অনারত শান্ত,

ভাবু।

নিখিল জগতে নাই যাঁর অন্ত,
কুটিল কালান্ত অন্তরে বিরাজে।
জ্যোতির্ম্ময় রূপ যোগে দরশন,
নিরাকার কিন্তু চৈতন্য যোজন,
হৃদিপদ্মে ভাবি কর নিরীক্ষণ,
নিত্য নিরঞ্জন স্বতঃ বিকাশিছে॥
অনাথের নাথ অধম তারণ,
মোক্ষদা জ্ঞানদা কলুষ নাশন,
লক্ষ্মীনারায়ণেরই সদা আকিঞ্চন,
হৃদিমাঝে হেরি শ্রীপদ পঙ্কজে॥

গীত শুনিয়া পার্ব্বতীর তীর্থ গমনেচ্ছা প্রকাশ।

যাঁর কণ্ঠস্বর শুনি আপনারে ধন্য মানি
স্বর্গে বিষ্ণু হইলা মোহিত।
পদযুগ স্মরি যাঁর, গঙ্গা নাম হইল তাঁর,
জননী জাহ্নবী লোকপূত॥
শুনি হেন সুধা গীত, কেবা নহে হরষিত,
হৃদে কভু বৈরাগ্য না হয়!
সচঞ্চলা দেবেশ্বরী, শিবেরে বিনয় করি,
কন, আহা! গীত সুধাময়॥

ঈশ্বর গুণের সার, কি আছে তুলনা তাঁর,
নাহি হেরি কিছুই জগতে।
কেবা আছে সুনিপুণ, গায় তাঁর হেন গুণ,
দেবতাদি বিমূঢ় যাহাতে॥
কি বলিব হায় মরি, বৃথায় জীবন ধরি;
দেবত্বে যে কিবা প্রয়োজন।
না লভিলে সেই পদ, বৃথা যত স্ব সম্পদ,
মিছা স্বর্গ সমান ভবন॥
কিরূপে পাইব হরি, তরঙ্গের সার তরি
বিশ্বরূপ সেই বিশ্বময়।
বৃথা সারাদিন ভ্রমি, সকলি তথাপি কমি,
সংসারেতে কিবা অভ্যুদয়॥
কি হইবে হাড় মালা, বৃথায় সংসার জ্বালা,
ফণিময় মুকুট ভূষণ।
শিরে জটাজুট কিবা অর্দ্ধ চন্দ্রে কিবা প্রভা,
ভেক মাত্র ভস্ম বিলেপন॥
বৃথা বাঘ ছাল পরা, ফণিময় পৈতা ধরা,
ডমরু ধারণে কিবা ফল।
নাচিলে পিশাচ রঙ্গে ধরিলে ভুজঙ্গ অঙ্গে,
বাড়িবে কি ধরমের ফল?
হইয়া নেশায় ভোর, নয়নে রক্তের জোর,
বিষপানে জীবন ধারণে।
মুখে মাত্র ব্যোম্‌ভোলা, অন্তরে সংসার জ্বালা,
তাহে কেবা পায় সনাতনে॥

বৃষ পৃষ্ঠে আরোহণে, শ্মশানেতে নিকেতনে
বিল্ব ফুলে নাহি ধর্ম্ম হয়।
হইলে জগৎ মাতা, অথবা দেবে পূজিতা,
হবে বল কিবা কিবা ফলোদয়॥
ত্যজিব অন্নদা নাম, দুর্গা নাম মাত্র বাম,
কাশীবাসে নাশিবে কি পাপ?
কুণ্ড কি গঙ্গার স্নানে, কিম্বা তীর্থ দরশনে,
ঘুচিবেনা কভু কার তাপ॥
চিরদিন রব দৈন্য, দিব না কাহারে অন্ন,
বলুকনা সকলে পাষাণী।
গৃহবাসে নাহি ফল, সতিনীর কল কল,
গণ্ডগোলে ফাটায় মেদিনী॥
সতিনীর সদাপটে, গৃহের পাষাণ ফাটে,
নাচি উঠে কর্ত্তাটির শিরে।
পাইলে তিলেক ফাঁক, করিয়া শতেক দাপ,
কাটি উঠে পাষাণের ঘরে॥
শুনিয়াছি শাস্ত্রে কয়, মহাতীর্থ উড়িষ্যায়,
পুরুষ উত্তম ক্ষেত্র নাম।
জগন্নাথ নাম ধরি, বিরাজেন তথা হরি,
পূর্ণ করে সব মনস্কাম॥
পূজিতে জগৎ পিতা, নিশ্চয় গমন তথা,
ভোলানাথ! দেহ অনুমতি।
আপনি নন্দির সাথে, চলুন দুর্গম পথে,
গৃহে থাক্ লক্ষ্মী গণপতি॥

হরের উক্তি।

ভব কন্ ভবানীকে কোমল বচনে।
মনের উদ্বেগ মাত্র তীর্থ দরশনে॥
ঘরে বসি তীর্থ হয় ভ্রমণে কি ফল।
নাহিক নাহিক ফল হইলে চঞ্চল॥
এক মনে ধর্ম্ম হয় শাস্ত্রের লিখন।
চঞ্চল হইলে ধর্ম্ম না হয় সাধন॥
আমার যতেক কথা নাহয় অন্যথা।
বুঝিয়া লওনা দেবি যা ভাবিবে যথা॥
দেখ যোগী ঋষিগণ হয়ে এক মন।
নির্জ্জনে নিশীথে করে ঈশ্বর পূজন॥
সত্য বটে ভ্রমণেতে নানা ফল হয়।
ভ্রমণ বিষম কিন্তু প্রথম সময়॥
যেমন তুমুল ঝড় উঠিয়া সংসারে।
আকাশ পাতাল সৃষ্টি তোলপাড় করে॥
তেমতি ভ্রমণ, দেবি, বিষম বিষয়।
ডুবিবে মানস তরি এহেন সময়॥
তাই বলি হিতকথা শাস্ত্রের বচন।
প্রথমে সংসার ভার করিয়া গ্রহণ॥
যখন সে সব তুমি বুঝিবে অসার।
করিও ধর্ম্মের পথে তখন সঞ্চার॥
বুঝিবে কেমন ধর্ম্ম ধর্ম্মের যে ফল।
অবশ্যই শেষে তাহে ঘটিবে মঙ্গল॥

ভাদু।

মনস্থির হইলে ভ্রমণে ফল ফলে।
তাই বলি স্থিরে থাক, জগৎ মঙ্গলে॥
দিন দিন স্থিরমনে দেখ তুমি মোরে।
দিবসে ভ্রমণ করি সংসারের তরে॥
দিবা শেষে ঘরে করি দেবের অর্চ্চণ।
সেই মত কর তুমি মম আকিঞ্চন॥
কন্দলে কি প্রয়োজন জ্বলি নিতি নিতি।
বুঝিয়া না বুঝ তুমি এ কেমন রীতি॥
তবে এই মাত্র কথা, শুন দিয়া মন।
সুপথে রাখিবে লক্ষ্য সংসারে যখন॥
তা হলে অনেক ফল পাবে অবশেষে।
কি আর লভিবে বল যাইলে সরোষে॥
আর এক কথা, দেবি, কর অবধান।
সকলের সার তাহা জ্ঞানের নিদান॥
তুমি যদি যাও ত্যজি এহেন সংসার।
কেমনে চালাব, বল, একা এই ভার॥
লক্ষ্মী স্বরস্বতী কভু না হয় মিলন।
কত বা তাদের বাদ করিব ভঞ্জন॥
নিমেষে গণেশে নাহি হেরিব সংসারে।
কার্ত্তিক কোথায় রবে কে দেখে তাহারে॥
সোণার ভবন মম ডুবিবে সলিলে।
তাই বলি স্থির থাক এগৃহে, মঙ্গলে॥
স্থির চিত্তে এ সকল বুঝ একবার।
কেন বা ত্যজিবে তুমি এ হেন সংসার॥

কিসে লক্ষ্মী ছাড়া আমি কোন জন বলে।
আমা হতে লক্ষ্মীমন্ত কেবা কোন কালে॥
তুমি গৃহলক্ষ্মী মম কেবা লক্ষ্মী আর।
মরমে পরশে কথা শুনিলে এছার॥
তোমা হতে লক্ষ্মীমন্ত ত্রিভুবনে সবে।
তোমারে লইয়া ভোলা লক্ষ্মীহীন হবে॥
সাবাসি সাবাসি তোরে সাবাসি, রে কাল।
সময় পাইয়া তুই ঘটালি জঞ্জাল॥
শিরদেশে জটাভার কেন যে ধারণ।
কে বুঝিবে তার মর্ম্ম শুন বিবরণ॥
কত শত মম ভক্ত জান ঘরে ঘরে।
দিন দিন মোরে পূজে থাকি অনাহারে॥
ইষ্ট সিদ্ধি হইলে ভক্ত না করি আয়াস।
সহজে লভিবে গঙ্গা মম অভিলাষ॥
ধরিয়া রেখেছি গঙ্গা তাই শিরোপরে।
জটা না থাকিলে গঙ্গা রাখি কি প্রকারে?
হায়! মরি, কি বলিব লোকে ভাবে আর।
যেমন কপাল মম তেমনি বিচার॥
ডাকিনী যোগিনী আর শাঁখিনী পেত্নিনী?
খলময় বিষভরা ভুজঙ্গ সাপিনী॥
আমার এ সবে ভক্ত নাহি করি ঘৃণা।
বুঝনা কেমনে বশ হয় খলজনা॥
আমার ডমরু তালে নাচে ধীরে ধীরে।
ভূতনাথ নাম তাই দিয়াছে আমারে॥

আর কি বলিব কথা না বলিলে নয়।
বলিতে ঘরের কথা নিজ নিন্দা হয়॥
হায়, রে! বিধাতা তুই বড়ই নির্ম্মম।
গড়িলি রমণী হৃদি পাথরে বিষম॥
আপন গরজে ভরা কালকুট বিষ।
মুখে সদা মিষ্ট ভাষে কি জানি হৃদিস্॥
কেবল আপন গুণ নিপুণ বাখানে।
উচ্চভাবে পর ছিদ্র বিন্দু দরশনে॥
কত যে ছলনা করি ত্যজিয়াছে মোরে।
নাহি ভাবে আধ তার কঠিন অন্তরে॥
আমি যে কি ভুঞ্জিয়াছি রমণীর হেতু।
নাহি কয় সে সকল গরজের সেতু॥
লভিতে রমণী ধনে হইয়া কাতর।
শত আটবার ত্যজি এই কলেবর॥
আছে তার চিহ্ন এই গলে হাড়মালা।
বলিতে উচিত কথা হইবে অচলা॥
কিহেতু যে সেই মালা করিনু গ্রহণ।
নাহি কয় সে সকল এমনই রতন॥
• পুরুষের কিবা ভক্তি নারী প্রতি রয়।
এই হাড় মালা তার যথা পরিচয়॥
নাহি কৃষ্ণ পক্ষ গৃহে নাহি অন্ধকার।
ধরিয়া রেখেছি চাঁদ কপালে আমার॥
পাছে তাহে কেহ মোরে বলে পক্ষপাতী॥
তাই দেখ এই শিরে অর্দ্ধ মাত্র জ্যোতি॥

নাহি দেখি পিতা মাতা যে দিল জনম।
বয়সের লেখা পড়া মাত্র অনুপম॥
কালের কলঙ্ক অঙ্কে তাহা মাত্র লেখা।
জানি নাই কোন কালে কাল সহ দেখা॥
এমন বয়সে সদা সবে শক্তিহীন।
বাঁচিবার আশা থাকে দেখ কতদিন॥
হিমের মাঝেতে বাস গৃহ হিমময়।
নেশাকরি পাছে কভু কোন পীড়া হয়॥
না হলে অসক্ত হব পীড়ার কারণে।
নাহি ধর্ম্মে রবে মতি কাতরতা গুণে॥

পেটের জ্বালায় আমি ভিক্ষা করি নাই।
অতুল ঐশ্বর্য্য মম জানেন গোঁসাই॥
আমরা বৈষ্ণব জাতি বৈষ্ণবের ধর্ম্ম।
ভিক্ষা, দেবি, পরিচিত জাতীয় এ কর্ম্ম॥
পীড়া কি পেটের দায় কিম্বা স্বার্থবলে।
করি নাই পান আমি বিষ হলাহলে॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব কিম্বা অমর কিন্নর।
যারে তব ইচ্ছা হয় জগৎ ভিতর॥
আসিয়া করুন এই হলাহল পান।
অদ্যাপি দেখনা কণ্ঠে মম বিদ্যমান॥
যে সময়ে হলাহল উঠিল মন্থনে।
কোন জন না আসিল তার বিদ্যমানে॥
অস্থির আপনি বিষ্ণু বসিয়া বৈকুণ্ঠে।
ভাগ্যে আমি ধরি তাহা আপনার কণ্ঠে॥

না হ'লে তাঁহার সৃষ্টি যেত রসাতলে।
গুণ ভিন্ন দোষ এতে কোন জন বলে?
নীলকণ্ঠ নাম তাই হইল আমার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে গোচর সবার॥
কে দেখেচে কোন কালে আমার বাহন।
তোমার সে দিব্য চক্ষু কোথায় এখন॥
কোথা বৃদ্ধ বৃষ মম শুনিলে কোথায়।
না দেখিয়া হেন কথা নাহি শোভা পায়॥
একমাত্র পুণ্য ধর্ম্ম আমার সম্বল।
সুমন্দ তাহার গতি প্রেমে ঢল ঢল॥
এহেন বাহন মম, অজ্ঞাত কাহার?
ধরম বাহন নাম তাইসে আমার।
বৃদ্ধ বৃষ তাহে দেখে সংসারী সকলে।
মায়াজালে বদ্ধ থাকি একে আর বলে॥
নহে দ্রুতগামী তাহা গাড়ী ঘোড়া সম।
বুঝুক সুজন যত কেমন ধরন॥
কেন আমি কিবা ভস্ম করি বিলেপন।
বুঝিবে সে গূঢ় কথা বল কোন জন॥
তুমিও হইলে বুঝি মতিহীন প্রায়।
আমি কি সামান্য ভস্ম মাখি নিজ কায়॥
আমার যতেক ভক্ত ভূতে মিশাইলে।
অন্তিমে আমাতে লীন হয় সর্ব্বকালে॥
আমি তাই সেই ভস্ম করি বিলেপন।
নহে তাহা অন্য ভস্ম ভক্তের মোচন॥

কোথায় আমার বাস কে দিল কোথায়।
খ্যাত নাম দিগম্বর চরাচর ময়॥
হউক বনের পশু হিংস্রক পামর।
আমা হতে নহে ভিন্ন যত চরাচর॥
যে পূজে সে পায় মোরে সেই নিদর্শন।
তাই বাঘ ছাল বস্ত্র আমার বসন॥
যে না দেখে জ্ঞান চক্ষে একে ভাবে আর।
হায়, রে, কি মায়া মোহ, হায়, রে, সংসার॥
কার্ত্তিকের গলে কিবা গজমতি হার।
ময়ূর বাহন তার শোভায় অপার॥
সোণার কমলে বসি লক্ষ্মী সরস্বতী।
হীরার মুকুট শিরে সূর্য্য সম ভাতি॥
জগৎ বাঞ্ছিত কত দুর্ল্লভ ভূষণ।
বাছিয়া আপন অঙ্গে তোমার ধারণ॥
বসন ভূষণ নাহি চাহে গজানন।
দেবতার অগ্রে কিন্তু তাঁহার পূজন॥
অসংখ্য আমার কীর্ত্তি কব কত শত।
আমার সদ্বৃত্ত কার্য্য পর হিতে রত॥
বলিতে সকল কীর্ত্তি না করি বড়াই।
কথায় কথায় উঠে হেন মনে নাই॥
আকাশ, পাতাল, দেবি! জগৎ আমার।
চন্দ্র সূর্য্য তারা আদি সকল সংসার॥
তাপিত জনের দুঃখ করিতে মোচন।
করিয়াছি দেখ কিবা কাশীর সৃজন॥

তথায় যে মম নাম করিবেক সার।
অবশ্যই সেইজন পাইবেক পার॥
জগতের ত্রাণ হেতু নিজে হয়ে অরি।
গদাধর রূপে তথা বিরাজেন হরি॥
তাঁর পাদপদ্মে পিণ্ড করিলে প্রদান।
স্বর্গ লভে পিতৃগণ নাহি বলি আন॥
অনাহারে কেহ নাহি রহিবে তথায়।
অন্নপূর্ণা রূপে অন্ন তুমি দাও তায়॥
এই যে ভেষজ শাস্ত্র শাস্ত্রের অপার।
তাহাও আমার সৃষ্টি জগতে প্রচার॥
ইহাতে দ্রব্যের গুণ সকলি বর্ণিত।
আর কিবা গুণ ধরে করিলে মিশ্রিত॥
কোথা পাওয়া যায় তাহা কিরূপে জনমে।
কখন মিশাতে হয়, কি গুণ মিশানে॥
যাহাতে যে রোগ নাশে, রোগ যা'তে হয়।
রোগের লক্ষণ আদি সকলি নির্ণয়॥
এহতে লোকের, দেবি, কত হিত হয়।
পালিলে এ শাস্ত্র, হয় রোগের বিলয়॥
সামান্য ভাবিয়া বিল্বে না করিবে ঘৃণা।
ইহার গুণের কথা জানে সর্ব্বজনা॥
বাত পিত্ত শ্লেষ্ম—দোষ বমন বিনাশ।
অরুচির রুচিকর, ক্ষুধার বিকাশ॥
অনায়াস-লভ্য হের হেন বিল্বদল।
এহেতু পূজায় ইহা প্রধান সম্বল॥

নাহি ভাই বন্ধু মম নাহিক দায়াদ।
তাইতে সকল রক্ষা নহিলে প্রমাদ॥
এই বল এই হয় এই বল নয়।
কি দিব উত্তর তাই মনে বড় ভয়॥
সামান্য বলিয়া বিল্বে না করিহ ঘৃণা।
ইহার গুণের কথা জানে সর্ব্বজনা॥
তব মুখ বিনির্গত গুহ্য বিবরণ।
শ্রোতা তব সখীদ্বয় স্বকর্ণে তখন॥
শ্রীধর্ম্ম পুরাণে আছে সে সব বর্ণিত।
অপলাপ করি নাই ত্রিদিব বিদিত॥
বৈশাখের শুক্ল পক্ষে বিল্বের উৎপত্তি।
কি বলেচ বলি সার, শুন, ভগবতি॥
একদিন তুমি আমি, দেখ মহেশ্বরি!
ভেটিবারে যাই যবে গোলক বিহারী॥
পথি মধ্যে লক্ষ্মী সহ হরি দরশন।
কিপ্রকারে ঘটেছিল করহ শ্রবণ॥
"হরি হতে ভেদ আমি নহি কোন কালে
নাহি গতি সে জনার যেবা ভিন্ন বলে"॥
এই কথা নারায়ণ কহিলা আপনি।
উপস্থিত সিন্ধু সুতা তুমিও, ভবানি॥
শুনিয়া সে সব কথা লক্ষ্মী ভক্তিমতী॥
মম পূজা হেতু তার বাড়িল ভকতি॥
একদিন সহস্র কমল নারায়ণী
তুলিলেন একে একে নিজ করে গণি॥

পূজাকালে বুঝিবারে কমলার মন।
হরিলাম দুটী তার করিয়া ছলন॥
উপায় না দেখি তাহে লক্ষ্মী নারায়ণী।
বাম স্তন ছেদি পূজা করিলা তখনি॥
দেখিয়া অচলা ভক্তি হরে অধিষ্ঠান।
অন্য স্তন ছেদ কালে করি নিবারণ॥
একবরে ইষ্টসিদ্ধ করিলে তখনি।
অন্যবরে ছিন্ন স্তন লভে নারায়ণী॥

সেই ছিন্ন স্তন হতে বিল্বের উৎপত্তি
দেবগণ সুখে তার তলে করে স্থিতি॥
আমি সেই ঊর্দ্ধ পত্র জানিহ শঙ্করি।
ডানি পত্রে বিরাজেন আপনি শ্রীহরি॥
বাম পত্র ব্রহ্মময় বলি লক্ষ্মীপতি।
একবিংশ নাম তার দিলা মহামতি॥
কি কব বিল্বের মান শুন দিয়া মন।
ভূতলে পড়িলে শিরে ধরে নারায়ণ॥
আর কত মত গুণ করহ শ্রবণ।
জ্ঞান, মান লভে তাহে যত সাধুজন॥
ব্রত উপবাসে দেখি নানা রোগ হয়।
পূজান্তে খাইলে তাহা রোগের বিলয়॥
তুষ্ট হয় শিষ্ট জন যদি স্পষ্ট ভাষে।
অন্যের কি কব কথা ইষ্টে রুষ্ট বাসে॥
কহিতে উচিত দেখ কত কথা উঠে।
কি করিব যদি কারো নাহি লাগে মিঠে॥

তোমার তাপের হেতু নহেত সতিনী।
ত্রিলোক তারিণী গঙ্গা পতিত পাবনী॥
অক্ষম অজ্ঞান পুত্র দুষ্ট দুরাচার।
তাদের কারণ আমি সদাই কাতর॥
কি করিব সে সবার নাহিক উপায়।
পিতা বর্ত্তমানে তারা হয় নিঃসহায়॥
তাদের কল্যাণ চিন্তা না কর কখন।
সতিনী সন্তান জ্ঞানে না ভাব আপন॥
তুমি সংসারের ভারে থাক ব্যস্ত ভাবে।
না বলি তোমারে তাই থাকি যে নীরবে
তাই তব ভব ভার করিতে লাঘব।
বিষ্ণু পাদ পদ্ম হ'তে গঙ্গার উদ্ভব॥
যখন সন্তান ভার না পার সহিতে।
গঙ্গা স্থান দেন কোলে জননী যেমতে॥
তুমি দেবদেবেশ্বরী আমার গৃহিণী।
মোক্ষদা মঙ্গলা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী॥
যেই জন রক্ষে শিবে, অন্তিম সময়।
কোন স্থান, বল, তাঁর উপযুক্ত হয়॥
তোমারে করিয়া ঘৃণা শিরে নাহি ধরি।
যেজন না বুঝে কথা কি বলিব মরি॥
আমার বৈভব কত নাজানে লেখনী।
মুখে মুখে হাতে হাতে কার সাধ্য গণি॥
এই দেখ বলিলাম কতেক তোমারে।
এহেন ঐশ্বর্য্য নাহি জনের হাজারে॥

দেবতা সকল মধ্যে আমরা প্রধান।
বুঝিয়া না বুঝ যদি কি কব বিধান॥
ইহাতেও কেহ যদি বলে মোরে দুঃখী।
কে আছে জগতে তবে আমা হতে সুখী॥
দিন লয়, কাল যায়, একে আর দেখি।
এহেন বিষম ভাব নিয়ত নিরখি॥
তাই বলি শুন কথা স্থির কর মন।
তীর্থ পর্যটনে নাহি কোন প্রয়োজন॥
স্থির হও, ক্ষম, দেবি, লও উপদেশ।
আমার কথায় ফল পাইবে বিশেষ॥
অস্থির অধীরে নাহি হয় কোন ফল।
ধীর স্থির মনে, ঘটে নিশ্চয় মঙ্গল॥
হায়! হায়! কি বলিব কারে দিব দোষ।
উচিত কথায় দেখি সকলের রোষ॥

ভগবতীর উক্তি।

শুনিয়া ভবের বাণী, ক্রোধ বশে ভবরাণী,
কহিলেন ভবানী-মোহন।
তব উপদেশ যত, হইয়াছে কর্ণগত,
সুধাময় যুড়ায় শ্রবণ॥

বুদ্ধিমন্ত বয়ঃজ্যেষ্ঠ, বিশ্বপতি লক্ষ্মী শ্রেষ্ঠ,
হইলে না হয় কার ধর্ম্ম।
নাহি শুনি হেন কথা, শাশুড়ি ননদ যথা,
বুঝিলেনা কিবা মোর মর্ম্ম ॥
আপনি যে ভাগ্যধর, লক্ষীবন্ত গুণাকর,
সে সকল মম ভাগ্যবলে।
নারী না থাকিলে দেখ, নাহয় সংসার সুখ,
গৃহশূন্য সহজেতে বলে ॥
কেমনে কহিলে হায়, শুনি বুক ফেটে যায়,
ভ্রমণেতে নাহি হয় ফল।
হেরি যত জনালয়, নদ নদী তীর্থচয়,
নবমতি হইবে বিকল ॥
তুমি জগতের তাত, মনগুণে ভোলানাথ,
নাম তব বিখ্যাত ত্রিলোকে।
হেরি নাহি কোন জনে, স্বর্গ মর্ত্ত ত্রিভুবনে,
এসকল বলি বল কাকে ॥
মনে কর একবার, কেমন মন আমার,
কি বলিব বড় লজ্জা হয়।
স্মরিলে মরমে ব্যথা, লোহার শিকল গাঁথা,
অগোচর বল কার নয় ?
কত কষ্ট সহিলাম, পাছে দেব হও বাম,
বার বার জন্মি ধরাপুরে ॥
ঐ দেখ গলে ভোলা, ঝুলিতেছে হাড়মালা,
কি করিয়া পাইনু তোমারে ॥

দেখ, দেব, আরবার, উমা নাম চরাচর,
উমাপতি নামটী তোমার।
সতি-দেহে কত সুখ, পিতৃ শিরে অজমুখ,
কত কষ্টে দক্ষের উদ্ধার ॥
তব অপবাদ শুনি, ত্যজিয়াছি এই প্রাণী,
সতিপতি নাম তুমি ধর।
নারীর কপালে বাজ, নাহিক কিঞ্চিৎ লাজ,
বাম নাম তাই, কি তোমার ॥
যাঁর জন্য এত কষ্ট, তিনি যদি হন রুষ্ট,
তবে কষ্টে কিবা প্রয়োজন।
তীর্থ ভ্রমি দেশান্তরে, আসিবনা আর ঘরে,
মর্ত্তভূমে করিব গমন ॥
নন্দিরে লইয়া সঙ্গে, থাক সুখে মহারঙ্গে,
কর হর যাহা মনে লয়।
যাঁরে ভাবি আপনার, মাত্র সেই রসনার,
জানি নাই পূর্ব্ব পরিচয় ॥
কার প্রতি হব ক্রুদ্ধ, সকলি কপালে বাধ্য,
অমৃতেতে গরল উদ্ভব।
সকলই সময়ে হয়, বৃথা বাদ ভাল নয়,
দূরে গেলে ঘুচিবেক সব ॥
নানা সুখ পাবে সদ্য, ছেলে গুলি হবে বাধ্য,
দুঃখ মাত্র মম অধিষ্ঠান।
কপালে আছয়ে যাহা, অবশ্য ফলিবে তাহা,
কার সাধ্য করে মুক্তিদান ॥

পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্মফলে, নাহি সুখ এ কপালে,
দুঃখমাত্র সদা অধিষ্ঠান।
নীরবে নির্জ্জনে থাকি, হেন কালে দিব ফাঁকি,
তবু ফলে নাহি বলি আন॥
ভাল ভাল ভাল হয়, কার বল ইচ্ছা নয়,
ঘটে মন্দ দোষ দিব কারে।
কপালে বিফল রটে, ভাল নাহি হয়ে উঠে,
রাহু যথা গ্রাসে চন্দ্রিমারে॥
এইমত নানা ভাবে, দেবেশ্বরী পরিতাপে,
সিংহ পৃষ্ঠে করি আরোহণ।
রোষ ভরে ক্রুদ্ধগতি, জিনিয়া নক্ষত্রে গতি,
ত্যজিলেন কৈলাস ভবন॥
দেখিয়া দেবীর গতি, বাক্‌হীন পশুপতি,
কি হইবে না দেখি উপায়।
বাম করে শূল ধরি, এলো জটা শিরোপরি,
ডানি করে নিবারেন তায়॥
তথাপি না শুনি কথা, চলিলা জগৎমাতা,
উপনীত দলমা কাননে।
উপায় না দেখি আর, সকাতরে মহেশ্বর,
অনিমিষ সজল নয়নে॥

দেবীর গমনে শিবের খেদ।

দেবীর গমনে হর হইয়া কাতর।
ধীরে আসি দাঁড়াইলা অঙ্গন ভিতর॥
পৃষ্ঠে রাখি শূল, অগ বাম করে ধরি।
নড় চড় নাহি স্থির যেন শ্বেত গিরি॥
মুদিত নয়ন কভু চান চারিদিকে।
নেত্র আছে নাহি তারা দেখেন বা কা'কে॥
অন্তরে উথলি পড়ে শোকের সাগর।
এলো থেলো জটা গুলি পৃষ্ঠের উপর॥
বিলম্বিত ফণী যত নাহি হয় স্থির।
কেহ বা পড়িছে ভূমে হইয়া অধীর॥
গলের পবিত গোছা ভূমে পড়ি যায়।
ভূত প্রেত আদি ভয়ে দূরেতে পলায়॥
চারিদিকে নাহি কেহ সব শূন্যময়।
বিষম হুঙ্কারে শিব করে হায় হায়॥
"আয়, রে, কোথায় নন্দি নন্দিরে আমার।
তোমা বিনা কোনজন আছে অভাগার॥
দেখ, রে, গৃহের লক্ষ্মী ঐ চলি যায়।
ফিরাইয়া আন তাঁরে আমার আজ্ঞায়॥
মোর মাথা খাও গিয়া ফিরাও দেবীরে।
না পারিলে তুমি, বাছা, আর কেবা পারে॥
আমার সুখের শশী দুঃখের সলিলে।
ডুবিল, রে, এইবার রাখ মায়াবলে॥

এলিনারে, ওরে নন্দি, এহেন সময়ে।
কোথায় গেলিরে, বাপ আয় আয় আয় ॥”
বলিতে বলিতে দেবী হৈলা অদর্শন।
কার সাধ্য রোধে আজি তাঁহার গমন ॥
তা দেখি শোকের শ্রোতঃ বাড়িল বিস্তর।
খসিয়া পড়িল শূল ভূমির উপর ॥
ভূমে পড়ি মহাদেব শোকেতে মগন।
মাথার জটার ভার ধূলায় লুণ্ঠন ॥
“কোথা লক্ষ্মী সরস্বতী কোথায় গণেশ।”
হুঙ্কারে বলেন ভব “মরিল ভবেশ ॥
মা, মা, বলি আর তোরা ডাকিবিরে কারে।
ত্যজিলেন দেবী আজি তোমা সবাকারে ॥
কি হইবে অট্টালিকা কৈলাস ভুবন।
গৃহ লক্ষ্মী বিনা গৃহ কে করে যতন ॥
কপাল হইতে প’ড়ি যা, রে, চাঁদ খসি।
কেন বা সংসার মাঝে আমি হই দোষী ॥
আঁধার সংসার মোর থাকুক আঁধারে।
কিবা শোভা তোর সহ বলনা আমারে ॥
দংশ, রে হিংস্রক সর্প, দংশ, রে, মহেশে।
কর দেহ জর্জ্জরিত কালকূট বিষে ॥
ক্রূর কুমনা জাতি কুকার্য্যে নিরত।
করিবি না হেন কাজ জানি, রে নিয়ত ॥
পুষিয়া, রে, এতকাল ধরিলাম শিরে।
আমার কি উপকার করিবি এবারে? ॥

জ্বল, রে ভালের বহ্নি, জ্বল একবার।
পোড়াইয়া কর এই দেহ ছারখার ॥
কামে ভস্ম করিবারে বড় জ্বলেছিলি ?
আমার এ বৃদ্ধ দেহ নীরস পাইলি ?
তাই কি আমার আজ্ঞা করিলি হেলন।
অন্যত্র যেখানে বাঞ্ছা কর, রে, গমন ॥
নিকৃষ্ট অধম অতি তুই, রে, পামর।
কেন, রে, মানিবি আজি হেরিয়া কাতর ॥
কেন বসি হলাহল কণ্ঠের ভিতরে।
প্রবেশ, রে, ধীরে ধীরে এ পোড়া অন্তরে ॥
দেখাও, রে, আজি তুমি কিবা শক্তি ধর।
সাধিতে আমার হিত হওনা তৎপর ॥
কেন, রে ত্রিশূল, তুই আজি শক্তি হীন।
সময় পাইয়া তুই পাইলি কি দিন ?
প্রবেশ প্রবেশ আজি জ্বলন্ত অন্তরে।
বাহির কর রে জ্বালা দেহের বাহিরে ॥
দেখুক সকলে আজি এ কেমন জ্বালা।
ভবানীর শোকে দেহ ত্যজিবেন ভোলা ॥
কোথায় শাঁখিনী ভূত পেতিনী কোথায় !
রক্ত পান করিবারে তোরা সবে আয়।
তোরা যে শোণিত প্রিয় সকলেতে বলে।
দেখা, রে, প্রতাপ আজি আমারে সকলে ॥
ওরে ব্যাঘ্র, তোর ছাল করিচি বসন।
নাশ আসি এ হিংসকে সকলে এখন ॥

এমন বয়সে, কাল, ভুলিলি কি মোরে।
সচ্ছন্দে লইয়া আজি যাও নিজপুরে॥
অসাধ্য সাধনা তাহে হইবে তোমার।
ঘোষিবে, রে, যশোরাশি এ তিন সংসার॥
এখন যদি, রে, আসে তোর কোন দাস।
সহজে পূরিবে তোর সব অভিলাষ॥
কোথায় জাহ্নবী, দেবি, অন্তিম উপায়।
আমার এ অন্তকালে হও, গো, সহায়॥
এখন সতিনী জ্বালা রবে না তোমার।
নিশ্চিন্তে লইয়া মোরে কর না বিহার॥
আর কেন হাড়মালা বৃথায় ধারণ।
মম গলে নাহি তব কোন প্রয়োজন॥
যাঁর হেতু ছিলি তুই তাঁহার অভাব।
কি করিব তোরে, বল; কেন, রে, নীরব॥
কি হইবে দেহ শোভা কাহার কারণ।
এই যাও দূরে" বলি করেন ক্ষেপণ॥
এইরূপে মহাদেব হইয়া আকুল।
করে শিরে করাঘাত ভিজিয়া দুকূল॥

শিবের শোক দেখিয়া দেবতাগণের আগমন ও সান্ত্বনা প্রদান।

শূন্যে থাকি দেবগণ দেখিলা সকল।
বিষম বিপদ হেরি শঙ্করে চঞ্চল॥

চন্দ্র, সূর্য্য, আমি আদি সবে চমকিত।
বিশ্বকর্ম্মা আদি করি হই একত্রিত॥
উপনীত হইলাম কৈলাস ভুবনে।
যথায় আছেন হর পড়িয়া অজ্ঞানে॥
প্রণাম করিয়া সবে জিজ্ঞাসে কারণ।
কাতরে অধীর হর না সরে বচন॥
নিকটে বসিয়া নন্দী করিছে সেচনা।
বিধিমতে সাধি করে তাঁহার চেতনা॥
আমাদিকে আদ্যোপান্ত নন্দী নিবেদিল।
শুনিয়া কারণ শশী কহিতে লাগিল॥
"আপনি দেবের দেব দেব চূড়ামণি।
মহামায়া গিরিসুতা পরম গৃহিণী॥
জগতে কি অবিদিত আছে আপনার।
তথাপি বিস্মৃত কেন বুকে উঠা ভার॥
কল্যাণ কামনা করি যত রাজগণে।
চিরকাল পূজে হর পার্ব্বতি চরণে॥
সম্প্রতি সৌভাগ্যশীল এক নরপতি।
লভিবে চরণ তাই গেলা ভগবতী॥
পঞ্চকোট মহারাজ হেরি পুণ্যবাণ।
তাঁর গৃহে হইবেন দেবী অধিষ্ঠান॥
নিয়ম পূরণ নাহি হবে যত কাল।
পালিবেন কন্যাভাবে তাঁরে মহীপাল॥
হইলে নিয়ম পূর্ণ পুনঃ আগমন।
জানিয়া বিস্মৃত কেন, মহেশ এমন॥

শীঘ্র আসিবার কিন্তু করিব উপায়।
নমি শ্রীচরণে, দেব, দেহনা বিদায়॥
অতএব স্থির হও না হও কাতর।
ফিরিবেন দেবেশ্বরী শুন মহেশ্বর॥
অস্থির হইলে এবে নাহি কোন ফল।
আমরাও বাধ্য কিবা নিয়তির কল।"

দলমার কাননে মায়ারূপে জটালে গরুড় রাজাকে ভগবতীর দর্শন প্রদান।

দলমার বনে অতি হৃষ্ট মনে,
উপনীত দেবেশ্বরী।
হেরি মনলোভা, কাননের শোভা,
মন প্রাণ মুগ্ধকরী॥
আপন বাহন, পশুর রতন,
ছাড়িলেন বন মাঝে।
এহেন সময়, শুনি ভয় হয়,
গরজিল মৃগরাজে॥
পঞ্চকোট রাজা, সুবাহু সুতেজা,
"জটালে গরুড়" নাম।
আসিয়া কাননে, মৃগয়া কারণে,
বেড়েন বিটপী দাম॥

লক্ষ্যে সিংহবরে, পুলক অন্তরে,
মারিলেন এক শর।
সিংহ লাফ দিয়া, সে বাণ এড়িয়া,
পলাইল স্থানান্তর ॥
অন্তরে ভবানী, জানিয়া আপনি,
ভাবিলেন কি উপায়।
দেব মায়াভরে, কাঁদে মৃদুস্বরে,
নাবালিকা কন্যা প্রায় ॥
না দেখি হেথায়, সিংহবরে রায়,
চলিলেন ঘন লক্ষে।
ক্রমে উপনীত, যথা ব্যাকুলিত,
কন্যারূপী দেবী কম্পে ॥

ভবাণীকে প্রাপ্ত হইয়া জটালে গরুড় রাজার গৃহে প্রত্যাগমন।

জটালে গরুড় রাজা কিবা পুণ্যবান।
উপনীত হন দৈবে দেবী সন্নিধান ॥
দেখিলেন কিবা কন্যা নবসূর্য্য সম। (১)
দাঁড়াইয়া বনে একা কাঁদিছে বিষম ॥
যোগী ঋষি আদি যাঁরে নাহি পায় ধ্যানে।
হেরে হেন দেবী রাজা আপন নয়নে ॥

(১) বালার্কারুণ বর্ণাভাং ইত্যাদি।

দেবীর ক্রন্দন বশে ভুলিয়া সকল।
মায়া মোহে জ্ঞান তাঁর হইল বিকল॥
ভাবিল না এ অরণ্যে এ হেন কুমারী।
কিরূপে আসিল একা, কি আশ্চর্য্য মরি॥
যাঁর পদে পদ্মযুগ ভক্তের বাঞ্ছিত।
মুছাইল হেন দেহ রাজন ত্বরিত॥
কন্যারে পাইয়া রাজা আনন্দিত মনে।
ত্যজিয়া মৃগয়া যান নিজ নিকেতনে॥
আজ্ঞা দিল অনুচরে করিতে গমন।
কন্যা সহ অশ্ব পরে চলিলা রাজন॥
কারে কোন কথা আর না বলি বাহিরে।
প্রবেশিলা যথা রাণী অন্দর ভিতরে॥
"শুন, রাণী", এই বলি কহিলা নরেশ।
"লও এই কন্যাধনে মম উপদেশ॥
পুত্র সম পাল এই কন্যা রূপবতী।
আহা কি লাবণ্য দেহ দেব সম জ্যোতিঃ॥
মৃগয়া করিতে গিয়া অরণ্য মাঝারে।
দৈব যোগে পাইলাম হেন কুমারীরে॥"
"যে আজ্ঞা", বলিয়া রাণী হরষিত মনে।
পালিতে লাগিলা কন্যা পরম যতনে॥
রূপের তুলনা আর কি দিব তাঁহার।
বাল সূর্য্য ভাতি হেরি তাঁর কাছে হার॥
দেখিয়া রূপের ছটা সবে মুগ্ধমন।
কি হইবে নাম তাঁর এই আকিঞ্চন॥

বালার্ক জিনিয়া রূপ অতি মনোহর।
ভাতু মাতা বলি নাম দিলা নরবর॥
এইরূপে "ভাতু" নামে আখ্যাত ভবানী।
পালিতে লাগিলা যত্নে তাঁরে রাজরাণী॥
কন্যা রূপে মহাদেবী থাকিয়া তথায়।
করিলেন সবে বশ আপন মায়ায়॥
খোঁড়া খঞ্জ আদি করি বিকলাঙ্গ যত।
দেবীর দানেতে তুষ্ট থাকে অবিরত॥
স্নান করি মহাদেবী হয়ে একমন।
প্রত্যহ পূজেন সেই হরের চরণ॥
পূজান্তে করেন দান নিজ ইচ্ছামত।
তোষেন অতিথিগণে দিনে আইসে যত॥
দিবানিশি শিব নাম শিবের কীর্ত্তন।
আনন্দে করেন ভাতু কে জানে কারণ॥
দেখিয়া তাঁহার কীর্ত্তি সবে আনন্দিত।
হরের সেবায় সবে হইলা নিরত॥
দীন দুঃখী আদি জনে ভাতু অন্নদাতা।
হইলেন ভাতু যেন সংসার-বিধাতা॥
চারিদিকে ভাতু নাম বাড়িল বিস্তর।
কি কহিব "ভাতু" নাম "দয়ার সাগর"॥
মহানন্দে মহীপাল পালে প্রজাগণে।
পুণ্যকার্য্যে দেন মন আনন্দিত মনে॥
প্রজার সুখের কথা কি জানে লেখনী।
সময় সুবৃষ্টি হয় রাম রাজ্য গণি॥

প্রজাগণে ভুঞ্জে সুখ নাহি নিরানন্দ।
দুঃখীর রহিল সুখ নাহি দুঃখ গন্ধ॥
দুর্বৃত্ত দুর্ণীত সব পলাইল দূরে।
পাপাচার ত্যজি পাপী পুণ্য কার্য্য ধরে॥
রাজার ঐশ্বর্য্য সুখ বাড়ে কত মত।
অদ্যাপি বিস্তৃত রাজ্য "মানভূম" খ্যাত॥
ধর্ম্ম ধ্যান ধর্ম্ম জ্ঞান হইল রাজার।
রোগ শোক পলাইল যতেক প্রজার॥
মূর্খ লোকে বিদ্যাদান পণ্ডিতে আদর।
এই রূপে রাজকীর্ত্তি বাড়িল বিস্তর॥
ভাতুই সকল মূল সকলে জানিলা।
যথাক্রমে তাঁর গুণে ভক্তি উপজিলা॥

ভাতুর বিবাহের প্রস্তাব।

দিনে দিনে বাড়ে ভাতু শশীকলা সম।
দেখিয়া রাজার চিন্তা বাড়িল বিষম॥
কি রূপে বিবাহ হয় কোথা পাত্র মিলে।
দিবা রাতি ক্লান্ত রাজা চিন্তার হিল্লোলে॥
এক দিন সেই কথা থাকিয়া অন্দরে।
কহিলেন নরপতি পট্ট মহিষীরে॥
শুনি সব আলাপন ভাতু শিহরিল।
কি জানি কি হয় বলি চঞ্চলা হইল॥

ধ্যানে বসি বুঝিলেন উপায় তাহারি।
জানিলা তখন দেবী দেবের চাতুরী॥

শিবের নিকটে নারদের আগমন ও দেবীকে আনয়নের পরামর্শ।

এই রূপ কিছুকাল হইলে বিগত।
দেবীর বিরহে ভোলা অন্তরে ব্যথিত॥
বিরলে বসিয়া তবে ভাবিয়া ভাবিয়া।
কাঁদেন কখন তিনি দেবীর লাগিয়া॥
হেন কালে দেব ঋষি নারদ রতন।
উপনীত হইলেন হরের ভবন॥
নারদে দেখিয়া ভোলা অতি হরষিত।
প্রণমিলা গিয়া মুনি হয়ে শির নত॥
আশীষ করিয়া ভব জিজ্ঞাসে কারণ।
"কি হেতু, এখানে বাছা, তব আগমন॥"
মুণি বলে "বহু দিন না হেরি চরণ।
প্রণাম করিব মনে এই আকিঞ্চন॥"
ভাবেন ভবানি-পতি হইল উপায়।
নারদ হইতে এবে ঘুচিবে এদায়॥
নারদে তখন হর কন ধীরে ধীরে।
"খুঁজিয়া আন, রে, গিয়া আজি ভবানীরে॥

রোষাবেশে কোন দেশে তাঁহার গমন।
নাহি জানি, দেবঋষি, শুন বাছাধন॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে না হেরি তাঁহারে।
ভাবিয়া আগুণ যেন জ্বলিছে অন্তরে॥
কন্দল করিয়া যাওয়া তাঁর এক রোগ।
মিত্র খড়াষ্টক গণে, দেখ, কত ভোগ॥
চির কাল সব কত প্রাণ মম জ্বলে।
বিধাতা দিয়াছে অগ্নি অভাগার ভালে॥
হইনু শীতল, বাছা, হেরি তোর মুখ।
সুস্থির হইল মন দূরে গেল দুঃখ॥"
উত্তরিলা মুণিবর কিঞ্চিৎ সরোষে।
"অজার তনয়া বলি অজ্ঞান অশেষে॥
তাই তাঁর হেন কাজ কে বলিবে ভাল।
নাহি কিছু মায়া মোহ সদাই চঞ্চল॥
তাঁহার বিহনে কভু সংসার কি হয়।
জানিয়া এমন করা উপযুক্ত নয়॥
নাহি কোন চিন্তা তব থাকহ সুস্থিরে।
আনিব খুঁজিয়া আমি এখনি দেবীরে॥"
এই বলি প্রণমিয়া লইলা বিদায়।
দেবীরে আনিতে মুণি চলিলা ত্বরায়॥

দেবীর অন্বেষণে নারদের গমন ও হরি সংকীর্ত্তন প্রচার।

বিদায় পাইয়া ঋষি নারদ রতন।
করেন দেবীর তত্ত্ব যতেক ভুবন॥
চারিদিক অন্বেষণে না হেরি দেবীরে।
শেষে উপনীত হইল পৃথিবী ভিতরে॥
ধ্যানে বসি দেখিলেন বঙ্গের ভিতরে।
পঞ্চকোট নামে এক বিখ্যাত নগর॥
"জটালে গরুড়" নামে নগরের রাজা।
অন্য নাম "নীলধ্বজ" পুণ্যবান তেজা॥
হর পার্ব্বতীর পূজা করে দিবানিশি।
সেই পুণ্য বলে দেবী বিরাজেন আসি॥
কন্যাভাবে তাঁহারে পালেন নৃপবর।
আছেন তথায় দেবী চঞ্চল অন্তর॥
কলিতেও দেবপূজা ব্যর্থ নাহি হয়।
অবশ্যই সিদ্ধ হবে শাস্ত্রের নির্ণয়॥
সেই হেতু রাজপুরে দেবীর প্রকাশ।
ভিন্নরূপে পূজা হয় অন্তরে আয়াস॥
বালার্ক জিনিয়া রূপ করিয়া ধারণ।
তাই ভাদুরূপে তথা দেবীর গমন॥
মুনি ভাবে কোন ভাবে গমন করিব।
রাজার অন্দরে গিয়া কি দায়ে ঠেকিব॥

শ্বেতাক্ষরে হরি নাম চারু অঙ্গে লেখা।
কপালে তিলক তার ঊর্দ্ধভাগে রেখা॥
শ্বেত, কেশ রাশি শিরে কিবা শোভা পায়।
পৃষ্ঠ' পরে তার গ্রন্থি দুলিয়া বেড়ায়॥
হরি হরি সদা মুখেহাতে নামঝোলা।
নড়িছে দশন পাঁতি গলদেশে মালা॥
শুভ্র শ্মশ্রু রাশি বুকে ঝুলিছে বাতাসে।
স্কন্ধ হইতে ডানিভাগে পবিতা বিকাশে॥
পরিধানে শ্বেত বস্ত্র গাত্রে নামাবলী।
ভিক্ষার কারণে কাঁধে লইলেন ঝুলি॥
থর থর কাঁপে দেহ যষ্টিপরে ভর।
ভ্রূর কুঞ্চিত মাংস চক্ষের উপর॥

নারদের হরিনাম কীর্ত্তন এবং ভিক্ষার ছলে ভ্রমণ।

হরি হরি হরিনাম বল না, রে, মন।
(ওরে,) নিশ্চিন্ত থাকিয়া বৃথা দেখিছ স্বপন॥
(রে, হরিনাম, লওনা রসনা)
ধন পদ জ্ঞান মনে যত বড় ভাব।
(ওরে!) ডুবিবে জীবন শশী না রহিবে সব॥
(রে, হরিনাম জপনা, রে রসনা)

৩। তাই বলি নামরস বুঝ, রে, রসনা।
বিরস সংসার সুখ ছাড়না বাসনা॥
রে হরিনাম লওনা রসনা (কৃষ্ণনাম)

৪। কি হেতু জনম, ভাই ভাব একবার।
(ওরে,) পড়িয়ে সংসার কূপে ডুবনারে আর॥
(রে, হরি নাম তরণের নাম বলনা, বদনে)

৫। হরেকৃষ্ণ হরি হরি যেই জন বলে।
পতিত পাবন হরি তারে লন কোলে॥
(রে, চৈতন্যের নাম বলনা রসনা)

৬। মিছার সংসারে জীব না করিহ আশা।
(ওরে,) ভবের যতেক সুখ প্রাতের কুয়াশা॥
(রে, মধুর নাম বলনা বদনে)

৭। জননী উদরে জীব ছিলে, রে, যখন।
যোড় করে ঊর্দ্ধভাবে হইয়ে বন্ধন॥
(লওনারে, হরিনাম)

৮। উদর নরকে তবে কৃমির জ্বালায়।
হরি রক্ষা কর বলি কাটালি সে দায়।
(হরি নাম সুখের নাম, লওনারে রসনা)

৯। ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র ভুলিলি তাঁহারে।
(ওরে,) পাইয়া সংসার সুখ ভাব কি অন্তরে॥
(নাম না লইলে তরিবি, রে, কি সে, হরিনাম।)

১০। সংসার মদেতে মত্ত হইও না, রে, আর।
কিছু না রহিবে তোর স্বপন বিকার।
(রে, হরি নাম লওনা, জীব, কৃষ্ণনাম)

১১। হইয়া বিষের কীট বুঝিবি কি বিষ ?

অন্তিমে অনন্ত নাম ডাক জগদীশ।

(রে, ব্রহ্ম নাম বলনা, বদনে হরিনাম)

১২। ভাই বন্ধু দারা সুত নহে, রে, তোমার।

সঙেরি সংসার সব হরি মাত্র সার ॥

(নাম লওনা, রে রসনা, কৃষ্ণনাম)

১৩। এখনও সবল জীব এক মন হও।

ছাড়িয়ে সংসার সুখ হরি নাম লও ॥

(রে, কৃষ্ণ নাম বলনা, রসনা)

১৪। যেই দিন কণ্ঠাগত হবে, রে, জীবন।

হরিবে তোমার বাক্ রবেনা চেতন ॥

(সবল থাকিতে হরিনাম লওনা, রে, রসনা)

১৫। সংসার মায়াতে তোর চক্ষে ব'হে বারি।

কোথা রবে ধন বুদ্ধি কোথায় চাতুরী ॥

(রে, কৃষ্ণ নাম সময় থাকিতে লওনা রসনা)

১৬। যতেক ঔষধ আর না ধরিবে গুণ।

একে আর বুঝিবেন সুবৈদ্য প্রবীণ ॥

(সময় থাকিতে লওনা, রে, হরিনাম)

১৭। ঊর্দ্ধশ্বাসে তব প্রাণ পাখী পালাইবে।

সাধের শরীর ধন সব পড়ে রবে ॥

(সবল থাকিতে হরিনাম লওনা, রে, রসনা)

১৮। ভাই বন্ধু দারা সুত করিবে, রে, ঘৃণা।

তোমার সুখের দেহ ঘরে রাখিবেনা ॥

(রে জীব, নাম লও অলস করোনা, হরিনাম)

১৯। কোথা তুমি দারাবন্ধু কোথা, রে, তখন।
কোথায় সংসার সুখ নাহি নিদর্শন ॥
(রে, জীব অমৃতের নাম বলনা হরিনাম

২০। অন্যেরে করিয়া নাশ যারে তুষে ছিলে।
কোথায় সে সব বন্ধু ভাবনা বিরলে ॥
(রে জীব, কৃষ্ণের নাম বলনা বদনে)

২১। যে দিন লইবে ভায়া তোমার হিসাব।
জমায় অঙ্কেতে শূন্য কি দিবে জবাব ॥
(রে জীব ইত্যাদি)

২২। ঘুস ঘাস জারিজুরি না চলে সেখানে।
তোষামোদ মিথ্যা কথা কিম্বা প্রলোভনে ॥
(রে জীব ইত্যাদি)

২৩। যার জন্যে সত্য মিথ্যা চুরি করেছিলে।
সেখানে তাহার সঙ্গ নাহি কোন কালে ॥
(রে, কৃষ্ণনাম জপনা, রসনা)

২৪। সেখানে জামিন কেবা কিসে হবে আর।
নাহি, রে, সম্বল কিছু আকিঞ্চন সার ॥
(রে, হরিনাম জপনা, রসনা)

২৫। পচিবে হাজতে আগে, শেষে, রে, বিচার।
যাঁরে তুমি তুষেছিলে না হবে তোমার ॥
(রে, হরিনাম জপনা, রসনা।)

২৬। তোমার যতেক সঙ্গী সত্যসাক্ষ্য দিবে।
(ওরে) কবুল জবাবে শেষে আপনি ডুবিবে ॥
(কেন লইলি না, রে, তরণেরই নাম।

২৭। ব্যারিষ্টার ব্র্যাংলার সব মাত্র হরি।
সেখানে না রবে তোর আসেসর জুরি॥
(কেন তরণের নাম ভুলিলি, রে রসনা)

২৮। ভিন্ন মত নাহি হবে ভাঙ্গিবেনা কেহ।
কারাগারে বদ্ধ হবে, নাহি মায়া মোহ॥
(কেন তরণেরই নাম ভুলিলি, রে রসনা)

২৯। তাই কর সার নাম হরে কৃষ্ণ হরি।
ঘুচাইবে সব দায় সেই ভব তরি॥
(লওনা, রে রসনা, তরণেরই নাম)

৩০। সে নাম লইতে জীব নাহি রে, যাতনা।
(ওরে,) যাতনা যাহাতে ভাব সেই বিড়ম্বনা॥
(লওনা, রে ইত্যাদি)

৩১। লইতে সে নাম জীব নাহি চাহি ধন।
হরে কৃষ্ণ হরিনাম জপ মনেমন॥
(রে জীব, নাম না লইলে তরিবি কিসে)

৩২। নাসার উপরে আঁখি অনিমিষ রাখ।
(ওরে,) বিমল সে জ্যোতির্ম্ময় এক মনে দেখ॥
(নাম লইতে অলস হওনা, রে রসনা)

৩৩। হরির মহিমা মাত্র জানেন মহেশ।
(ওরে,) যে নাম মহিমা শুনি উমা অমুদ্দেশ)
(কৃষ্ণনাম বলনা, রে রসনা)

৩৪। অতএব হেন নাম লও জীবগণ।
নাশিবে পাপের রাশি পাইবে তরণ॥
(চৈতন্যের নাম লওনা, রে রসনা)

৩৫। অবশেষে হরি হরি হরি বল, ভাই।
ওরে, ডঙ্কা দিয়ে তরে যাবে কোন শঙ্কা নাই।
(রে, চৈতন্যের নাম ইত্যাদি)

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেখি সবে ভক্তি করি।
ভিক্ষা দেন নগরের যত নর নারী॥
একেত ভক্তির পাত্র সে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
তাহে সুমধুর স্বর নামের যোজন॥
মোহিত হইয়া সবে পিছে পিছে ধায়।
ভক্তিভাবে রাজ দ্বারী কিছু নাহি কয়॥
ভিক্ষা করি দেবঋষি হরি গুণ গানে।
আশীষেন ভিক্ষা দান করে যেই জনে॥
শেষে উপনীত মুণি অন্দরের ধারে।
যেখানে আছেন দেবী অতি সমাদরে॥
বাটীর বাহিরে ছিল বৃদ্ধা এক দাসী।
দেখিয়া ভিতরে সব কহিলেক আসি॥
শুন দেবিগণ আজি মম নিবেদন।
অন্দর নিকটে এক ভিক্ষুক রতন॥
এমন ভিক্ষুক আমি জনমে না দেখি।
হউক, মা! বুড়া কিন্তু ভক্তিভাবে রাখি।
আহা! কি মধুর স্বর কিবা হরি নাম।
যেমন দেবতা তিনি বিনীত নিষ্কাম॥

ভিক্ষা হেতু আগমন নগর ভিতরে।
চলিতে চরণ বাদে, সর্ব্বাঙ্গ শিহরে॥
এস এস সবে কর তাঁরে নিরীক্ষণ।
ঐ যে ভিক্ষুক নাম করে উচ্চারণ॥
এইরূপে স্থানে স্থানে না হেরি দেবীরে।
অবিশ্রান্ত ভ্রমে মুণি দুঃখিত অন্তরে॥
সম্মুখে দেখিয়া এক সরসী নিকটে।
শীতল সে সুখ-স্থান শোভিয়াছে বটে॥
সেই বৃক্ষ তলে মুণি বৈসে ধীরে ধীরে।
নিবারেন যত শ্রান্তি মনের কাতরে॥
যে যা করে যাহা ভাবে, অদৃষ্টের ফল।
কে জানে কি গুণ ধরে বিধাতার কল॥
সেই বৃক্ষতল দিয়া সরসীর জলে।
স্নান করিবারে আইসে ভাতু কুতূহলে॥
দেখিয়া সে মুণিবরে করিল প্রণাম।
ঈশানী জানিয়া মুণি চিন্তে অবিরাম॥
প্রণাম করিলা দেবী আশীষের ছলে।
মুণি বলে কি আশীষ করিব, মঙ্গলে॥
চিরকাল মহাদেবে থাকে তব মতি।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব আর গুরুতে ভকতি॥
মহেশ আদেশে তব করি অন্বেষণ।
চল, মা, আপন গৃহে মম নিবেদন॥
কান্দিয়া আকুল দেবী নিজে পশুপতি।
তুমিই সবার ধর্ম্ম ধর্ম্মে কেন মতি॥

ধীরে ধীরে কন দেবী ঋষিরে তখন
নাহি আমি ত্যজি গৃহ ধর্ম্মের কারণ॥
মানভূম মহারাজ পূজে কুতূহলে।
তাঁহার ভক্তিতে আমি আসিয়াছি ছলে॥
বিবাহ দিবেন বলি ভাবিছে রাজন।
সুতরাং গৃহে পুনঃ করিব গমন॥
উপায় না দেখি আর শুন মুণিবর।
তাই ভাবি দিবানিশি কি করি তাহার॥
মুণি বলে সে উপায় শুন নিবেদন।
দল্মার দারুণ বনে শুভ নিকেতন॥
রচিবেন বিশ্বকর্ম্মা পুরী মনোহর।
দেখিতে যাইবে লোকে হরিষ অন্তর॥
তুমিও যাইবে তাহা দরশন আশে।
অদৃশ্য হইবে গিয়া স্নানের প্রয়াসে॥
সকল দেবতা মিলি করেছি উপায়।
যেরূপে তোমার কীর্ত্তি রহিবে হেথায়॥
এই বলি দেবঋষি হৈল অন্তর্ধান।
দেবীর কীর্ত্তির সৃষ্টি করিতে বিধান॥

দল্মার কানন মধ্যে বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক দ্বিতীয় কৈলাসপুরী নির্ম্মাণ।

হেনকালে সবে মিলি হরিষ অন্তরে।
আমরা দিলাম আজ্ঞা পুরী সৃজিবারে॥

পাইয়া আদেশ তবে ব্রহ্মার তনয়।
হেরি শূন্য চারিদিক্ নিশীথ সময়॥
উপনীত হইলেন দল্মার বনে।
সুবর্ণরেখার স্রোতঃ বহে যেইখানে॥
তাহার উজ্জ্বল কান্তি নহে উপমার।
চারিদিক বিভাতিল জিনিয়া ভাস্কর॥
নদীর উত্তর পাশ করি মনোনীত।
হইলেন অস্ত্র সহ তথা উপনীত॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া তবে অতি সাবধানে।
দ্বিতীয় কৈলাস পুরী আঁকি মনে মনে
রচিলা অদ্ভুত কীর্ত্তি জুড়ায় নয়ন।
পর্ব্বত উপরে তথা কৈলাস ভুবন॥
চারিদিকে গড়খাঁই প্রাচীরে বেষ্টিত।
অপূর্ব্ব ভবন কিবা প্রস্তর রচিত॥
যেন নব মেঘ খানি জন্মিয়া ধরায়।
মৃদুল পবন ভরে শূন্যে শোভা পায়॥
সম্মুখে সুবর্ণরেখা বহে ধীরে ধীরে।
মৃদুল পবনে হেলে দোলে কভু তীরে॥
প্রথম পুরীর মধ্যে দেবগণ ধ্যানে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি সবে মুদিত নয়নে॥
দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যে কিবা মনোহর।
মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি দেবীর উপর॥
তাঁর বামে পদ্মাসনে দেবী বাক্‌বাণী।
ময়ুর উপরে কিবা কুমার আপনি॥

সুবর্ণ কমল মাঝে কমলা দক্ষিণে।
মূষিক বাহনে থাকি গণেশ খ্যামণে॥
সশস্ত্রে মহিষাসুর নিকট দশনে।
হিংসায় কাটিয়া জিহ্বা দেবীর চরণে॥
দশহস্তে মহাদেবী প্রসারী বাহিরে।
নানা অস্ত্রে সশব্যস্তে বধিছে অসুরে॥
চারিদিকে দেব সংখ্যা না যায় গণন।
মৎস্য কূর্ম্ম আদি যত শাস্ত্রের লিখন॥
শিবের প্রাচীন বৃষ অন্তরে তাহার।
দাঁড়াইয়া দূর্ব্বাবনে করিছে আহার॥
আমার মাহাত্ম্য তবে রাখিতে স্মরণ।
তার পর বিশ্বকর্ম্মা করিল মনন॥
রচিলা সরসী এক কিবা শোভা ধরে।
মানস সরসী যথা হিমাচল পরে॥
স্বচ্ছ জলে জলচর করিছে বিহার।
তীরে বসি নানা পক্ষী খুঁজিছে আহার॥
সরসীর মাঝে দুই স্তম্ভের রচনা।
তদুপরে মহাছত্র নাহিক তুলনা॥
ইহাতে বিচার যত করিবে সুজন॥
আমার প্রযত্নে সৃষ্টি এই নিকেতন॥
"ছাতা পুকুরের" কীর্ত্তি অদ্যাপি অক্ষয়।
যদিচ পুরীর মূর্ত্তি পাইয়াছে লয়॥*

* স্বর্ণ রেখায় তীরে দলমার কানন ও এই পুরীর ভগ্নাবশিষ্ট এতক দেখিতে পাওয়া যাইবেক। তাহা মানভূম জেলার অন্তর্গত।

এই অপূর্ব্ব বাটীর বিষয় প্রচার ও তাহা শ্রবণে রাজরাণী ও ভাতু আদির দর্শন হেতু আগমন।

রাষ্ট্র হইল চারিদিকে অপূর্ব্ব কাহিনী।
দলমার কানন মধ্যে দেবপুরী শুনি॥
চারিদিক হৈতে লোক নিত্য আসে যায়।
রাজার গোচর পরে হইল হেথায়॥
নীলধ্বজ রাজা তবে শুনিয়া সকল।
হেন পুরী দেখিবারে হইল চঞ্চল॥
পাত্র মিত্র আদি আর সৈন্যের সহিত।
পাটরাণী সহ যান দেখিতে ত্বরিত॥
উপায় বুঝিয়া তবে নিজে ভাতুমণি।
চলিলেন রাজা সহ যথা পাগলিনী॥
রাজারাণী পাত্রমিত্র হেরি হেন পুরী।
মহানন্দে দেখে সবে নির্ম্মাণ চাতুরী॥
সেই স্থানে কিছুদিন থাকিয়া কুশলে।
চমৎকার কাণ্ড সবে ভাবে কুতূহলে॥
অদ্ভুত দেখিয়া কাণ্ড অদ্ভুত কথন।
নানামতে নানা কথা মানস রঞ্জন॥
কেহ বলে ভাতু-বলে রাজা পুণ্যবান।
দেবগণ করিয়াছে এ পুরী নির্ম্মাণ॥

নরের আশ্রম চারি শাস্ত্রমত শুনি।
ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ, ভিক্ষুগণি ॥
শেষের আশ্রম ধর্ম্ম অন্তিম সময়।
রাজ্যভার পুত্রে দিয়া লইতে আশ্রয় ॥
করিবেন মহারাজ যাগ যোগ ধ্যান।
সেই হেতু হইয়াছে এ পুরী নির্ম্মাণ ॥
ক্রিয়া শেষে রাজার হইবে স্বর্গবাস।
স্বর্গের সোপান বলি এ পুরীর প্রকাশ ॥
দুষ্টজন বলে ভাই একে কহ আর।
ও কথা ত সত্য নয় সকলই মিছার ॥
একদিন নিশিযোগে করিয়া শয়ন।
অঘোর নিদ্রায় আমি হয়েছি মগন ॥
হেনকালে কলরবে ভাঙ্গিল সে ঘুম।
গৃহের বাহিরে আসি দেখি বড় ধুম ॥
রাজার অন্দর বাড়ী অরণ্যের মাঝে।
চক্‌মক্ করি তথা আলোক খেলিছে ॥
মরি মরি কি মাধুরী গন্ধ ভুর ভুর।
মলয় পবন ভরে বহে ফুর ফুর ॥
সরিষার ফুলমত আলো ঝাঁকে ঝাঁকে
ঝল্‌সিল দুনয়ন পলকে পলকে ॥
কোলাহল তথা শুনি করিনু গমন।
দেখিলাম কি আশ্চর্য্য অদ্ভুত রতন ॥
শ্বেতহস্তী পরে বসি অদ্ভুত কুমারী।
মণিময় বেশভূষা কথন না হেরি ॥

গলবস্ত্রে মহারাজ করি জোড় কর।
নানামতে স্তুতি তাঁর করিল বিস্তর॥
তথাপি সে দেবগিরি অচল অটল।
আমাদের বুড়ো রাজা কাঁন্দিয়া বিকল॥
অবশেষে মহারাজ হইয়া অধীর।
নিজ কন্যা বলিদানে করিলেন স্থির॥
তবে রাজপুরে দেবী করিলা গমন।
গোপনে করিতে পূজা পুরীর সৃজন॥
পাছে রাজরাণীগণ কেহ পায় টের।
ঘটিবে পূজার বিঘ্ন, নহে মম ফের॥
শিহরিল কলেবর আলো দরশনে।
ধর্ম্মপত্নী সঙ্গে করি আসি সেইখানে॥
সেই মম সাক্ষী দিবে জিজ্ঞাস তাহারে।
কেন, হে, প্রলাপ কব এ পাপ সংসারে॥
রাজলক্ষ্মী বলি তাঁরে জানিলাম পরে।
সেবার পাইয়া ক্রুটি ত্যজে রাজপুরে॥
ভাগ্যবলে মহারাজ পাইয়া সন্ধান।
রক্ষিবারে রাজলক্ষ্মী এহেন বিধান॥
হায় সে রূপের ছটা কি কব সবারে।
কণক চম্পক যথা দেব তরুবরে॥
কতমত পুণ্যরাশি ছিল সে আমার।
তাই তাঁরে হেরিলাম, হেন পুণ্যকার॥
এইরূপে নানামতে নানা কথা শুনি।
কতেক লিখিব তার কাঁপিছে লেখনী॥

ভাতুর ছাতাদিঘীতে স্নান জন্য গমন ও ঝড় বৃষ্টিতে অদৃশ্য হওন।

একদিন ভাতু তবে হরষ হইয়া।
রাণীর নিকটে কন বিনয় করিয়া॥
শুনিয়াছি পুণ্যময় ছাতাদিঘী অতি।
স্নান করিবারে আজ্ঞা দেন মহামতি॥
গৃহকার্য্যে ব্যস্ত ভাবে থাকি পাটরাণী।
"যাও" বলি অনুমতি দিলেন তখনি॥
আজ্ঞা লয়ে ভাতু যান স্নান করিবারে।
পিছে থাকি দাসীগণ চলে ধীরে ধীরে॥
যে দিকে যাহার ইচ্ছা করিল গমন।
মহানন্দে চারিদিকে করে দরশন॥
উপনীত হইলা ভাতু সরসীর ধারে।
দেখিলা বণিক এক যাইছে বাজারে॥
কহেন বণিক পুত্রে শুন, রে, বচন।
হীরক কঙ্কণ আমি করিব গ্রহণ॥
যা আছে উৎকৃষ্ট তাহা দেখাও আমারে।
যে মূল্য বলিবে তাহা দিব, রে, তোমারে॥
দেখিয়া রূপের ছটা বণিক তনয়।
দেবরূপী রাজকন্যা মানবী ত নয়।
সহর্ষে বাহির করে হীরক কঙ্কণ।
ভাতুরে দেখিতে দিল করিয়া যতন॥
আনন্দে লইয়া ভাতু দেখি স্থিরে ধীরে।

কি মূল্য হইবে বলি কহে বণিকেরে ॥
কহিছে বণিক সুত শুন নিবেদন।
অমূল্য হীরক এই বিচিত্র গঠন ॥
পাঁচশত মুদ্রা মূল্য ইহার নিশ্চয়।
তার কমে নাহি দিব এ হেন বলয় ॥
শুনিয়া কহেন ভাদু আনন্দ অন্তরে।
পাইবে ইহার মূল্য রাজ দরবারে ॥
যে আজ্ঞা বলিয়া তবে বণিক নন্দন।
মূল্য লইবারে যান রাজ নিকেতন ॥

দলমা কাননে, অতি হৃষ্ট মনে,
উপনীত সুরেশ্বরী।
এ হেন সময়, দেখি ভয় হয়,
সহসা মেঘের সারি ॥
ঘেরিয়া আকাশে, ঘন ঘন বর্ষে,
শিলা সহ ঝড় অতি।
বজ্র কড় কড়ে, বৃক্ষ মড় মড়ে,
শিহরিলা বসুমতী ॥

হেনকালে দেবগণ হরষিত মতি।
দেবীর গমন রোধে যান শীঘ্র গতি ॥
সৃজিলাম সবে উপায় অদ্ভুত।
উপস্থিত দেবগণ হইলা সম্মত ॥

অদ্ভুত দেবের কীর্ত্তি দেবে শোভা পায়।
কি বুঝিবে হীন নর ভাবে সব দায়॥
উনপঞ্চাশত বায়ু দ্বার রুদ্ধ ছিল।
আপনি পবন দেব দ্বার খুলি দিল॥
মৃদু মৃদু বহি ক্রমে হইল মিলন।
দেবীর গমন পথে করিল গমন॥
মিলিয়া যতেক বায়ু চারিদিকে ধায়।
হেলিয়া দুলিয়া যেন নাচিয়া বেড়ায়॥
ফর্ ফর্ করি উঠে আকাশ উপরে।
স্বন্ স্বন্ করি ধায় পর্ব্বত পাথারে॥
বৃক্ষ লতা পাতা ধূলা উঠিল আকাশে।
নবীন মেঘের ঘটা ছাইল নিমিষে॥
দিবাভাগে অন্ধকার ছাইল মেদিনী।
শিলা সহ বর্ষে ধারা দিবসে যামিনী॥
ঘন ঘন তার মাঝে সৌদামিনী হাসে।
বজ্রের কর্কশ নাদ চারি দিকে ঘোষে॥
হুহুঙ্কারে বর্ষে ধারা অতি ঘন ঘন।
মহালম্ফে চারিদিক উলটে পবন।
উৎপাটিত বৃক্ষ লতা চূর্ণিত শিখর।
নিরাশ্রয়ে যত জীব করে হাহাকার॥
রবির রথের চক্র হইল ফেরফার।
লুকাইল মেঘে রবি অরুণ ফাঁফর॥
নদ নদী জলাশয় পূর্ণ জলাগমে।
উর্দ্ধশ্বাসে ধায় সবে সাগর সঙ্গমে॥

জলচর স্থলে পড়ি হইল বিচল।
কম্পান্বিত রত্নাকর করে টলমল॥
অস্থির অনন্তদেব হেন দৈব দক্ষে।
সহিতে মেদিনী ভার ঘন ঘন কম্পে॥
ঘটিল প্রলয় হেন যেন দৈব বলে।
মিটিল সাধের কীর্ত্তি সব রসাতলে॥
বুঝিয়া সে সব কীর্ত্তি তখনই বিমলা।
হইলেন অন্তর্দ্ধান জানি সব ছলা॥
কোথায় রহিল দাসী কেবা কোথা যায়।
কিছুই না হয় ঠিক ঘটিল কি দায়॥
নারদ সহিত তবে হইয়া মিলন।
উপজিল দেবী শেষে কৈলাস ভুবন॥
দেবীরে পাইয়া শিব অতি হরষিত।
নারদে বিদায় দেন তোষি নানামত॥
দেবী আগমন বার্ত্তা স্বর্গে প্রকাশিল।
নির্বাত হইতে সব দেবে আজ্ঞা দিল॥
থামিল করকাপাত বৃষ্টির পতন।
আকাশেতে সৌদামিনী পাইল মিলন॥
বহিল দক্ষিণ বায়ু অতি ধীরে ধীরে।
বিভিন্ন হইল মেঘ ধায় থরে থরে॥
নির্ব্বাত অবনী এবে হইল যেমন।
লজ্জা পেয়ে দিনমণি হাসিল তখন॥
অরুণ আভাস বুঝি রথ সাজাইল।
সুসজ্জিত হয়ে রবি পুনঃ দেখা দিল॥

আকাশে দেখিয়া তবে সহস্র কিরণ।
পুনঃ জীব জন্তু সব করে বিচরণ ॥

বণিক পুত্রের রাজ দরবারে গমন ও কঙ্কণের মূল্য প্রার্থনা।

হায়! রাজ দরবার, কিবা কব ভয়ঙ্কর,
যায় কার সাধ্য বল নয়ে।
নড়িলে পত্রিকা বায়, সাত পদ পিছে ধায়,
বল দেখি কেবা নাহি ডরে ॥
ভয়েতে বিকল অঙ্গ, করিয়া কণ্ঠের ভঙ্গ,
ধীরে যায় বণিক তনয়।
উপনীত হয়ে দ্বারে, কহিল সে দ্বারিবরে,
শুন ভাই মম পরিচয় ॥
প্রলয়ের কিছু আগে, আসি ঘরে এই ভাগে,
হেনকালে রাজার নন্দিনী।
ভানু নাম অভিহিত, আসিয়া বিশেষ মত,
হইলেন কঙ্কণ প্রার্থিনী ॥
পাঁচশত মূল্য করি, আপনি কঙ্কণ পরি,
যাইলেন স্নানে সরোবরে।
আসিয়াছি রাজবাসে, কঙ্কণের মূল্য আশে,
পাইব কহিলে দরবারে ॥

রাজারে জোহার দিয়া, কহিবে সকল গিয়া,
বিলম্বে আমার বড় ক্ষতি।
রাজপুরে অলঙ্কার, দিয়া করি কারবার,
ভাই নাম মম ধনপতি ॥
মহাপুণ্য ধর্ম্মধামে, জটালে গরুড় নামে,
মম নামে বুঝিবে সকল।
না করিবে ডর ভয়, জানাইবে পরিচয়,
ঘটিবেনা কোন অমঙ্গল ॥
বণিকের কথা লয়ে, দ্বারী সাবধান হয়ে,
চলি যায় রাজ দরবারে।
দুই কর যোড় করি, নিবেদন করে দ্বারী,
ধনপতি যেহেতু বাহিরে ॥
শুনিয়া দ্বারীর কথা, রাজার হইল ব্যথা,
গৃহ ছাড়ি রাজার নন্দিনী।
স্নান করিবার তরে, গিয়াছে সরসী তীরে,
রোষে ধান যথা পট্টরাণী ॥

রাজার অন্দরে প্রবেশ ও রাণীর সহিত কথোপকথন।

অন্দর ভিতর রাজা করিয়া প্রবেশ।
কঙ্কণ বৃত্তান্ত তবে জিজ্ঞাসে বিশেষ ॥
রাণী কহে সে বৃত্তান্ত কিছু নাহি জানি।
স্নান করিবারে আজ্ঞা দিয়াছি আপনি ॥

এখন না আইসে ফিরি ঝড়ের কারণ।
এই মাত্র মম জ্ঞান শুন বিবরণ ॥
ভাতুর গৃহেতে তবে যায় দুই জনে।
দেখিতে না পাই তারে ভাবে মনে মনে ॥
হেনকালে দাসী এক আসি উপজিল।
ঝড়ের বৃত্তান্ত সব ধীরে নিবেদিল ॥
কোথায় গিয়াছে ভাতু না জানি কারণ।
গৃহে আসিয়াছে ভাবি তাই আগমন ॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে আর এক দাসী আসি কয়।
ভাতুর বৃত্তান্ত বলি শুন মহাশয় ॥
শুনগো, গোঁসাই, তবে মম নিবেদন।
দমকে দমকে হয়ে বারি বরিষণ ॥
ভাতুরে লইয়া ফেলে দিঘীর মাঝারে।
নারিনু ধরিতে তাঁরে পড়িয়া ফাঁফরে ॥
নিশ্চয় নিশ্চয় ভাতু ডুবিয়াছে জলে।
দেখিলাম আমি চক্ষে যেমন চপলে ॥
সত্য বটে কিনিলেন হীরক কঙ্কণ।
পাঁচ শত মূল্যে দিল বণিক নন্দন ॥
দাসীর কথায় রাজা জানি বিপরীত।
আজ্ঞা দিল বণিকেরে আনিতে ত্বরিত ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা ধাইল নফর।
বণিক সহিত আইল রাজার গোচর ॥
রাজারে জোহার দিয়া অতি সাবধানে।
ভাতুর বৃত্তান্ত কহে বণিক নন্দনে ॥

বণিকে লইয়া তবে নিজে নরপতি।
জলাশয় দিকে যান অতি দ্রুতগতি॥
দেখেন বনের মাঝে পূর্ণ জলাশয়।
চারিদিকে বনে ঘেরা দৃষ্টি নাহি হয়॥
ভাসিছে কলসী তাহে করি তর তর।
খুঁজিতে লাগিলা সবে জলের ভিতর॥
নানামত চারি দিকে করি অন্বেষণ।
কোথায় গিয়াছে ভাতু নাহি দরশন॥
না দেখি কোথাই তাঁরে হইয়া হতাশ।
মরিয়াছে জলে ডুবি হইল বিশ্বাস॥
অবশেষে মহারাজ না দেখি উপায়।
কাঁদিয়া ছিঁড়েন কেশ পড়িয়া ধরায়॥
হা ভাতু! কোথায়, তুমি, কোথা দয়াবতী।
কোথায় রহিলে আজি নাহি জানি সতী॥
যেমন পাইনু তোরে হারানু তেমনি।
হায়! হায়! আয়! আয়! কোথা, যাদুমণি॥
আর কি দেখিব তোর সে মুখের হাসি।
আর কি হেরিব তোর তপ্ত রূপ রাশি॥
কোথা, মা, কোথায় গেলি আয় আয় আয়।
শুনিব কি মধুমাখা কথা, হায়! হায়!
ডাক মা, ডাক মা, লক্ষ্মী, ডাক গো আমারে।
কোথায় রহিলি বল আমা অগোচরে॥
কি দুঃখে কোথায় গেলি কেন না বলিলি।
ক হেতু সোণার দেহ সলিলে হারালি॥

দেখ, মা, তোমার গৃহে সব অন্ধকার।
বহিছে পবন তাহে করি হাহাকার॥
তোমার গৃহের দ্রব্য কারে দিব বল।
আর কি খেলিবিনা মা, দীনের সম্বল॥
পুড়িছে হৃদয় মাগো দেখ একবার।
দূর কর দিয়া দেখা জ্বালা, গো, আমার॥
তব আগমনে, মাগো, গৃহ সুখময়।
আর কি রহিবে সুখ এবে শূন্যময়॥
পুত্রের অধিক মাগো জানি যে তোমায়।
কন্যা মনে একদিন দেখি না যে হায়॥
কেন তবে গেলি তুই কি দোষ পাইলি।
নির্জ্জনে নীরবে কেন সলিলে ডুবিলি॥
হায়! হায়! কত তুমি কাঁদিয়াছ ধীরে।
সলিল সহিত যুদ্ধ করেচ ফাঁফরে॥
দেখা দাও চাঁদ মোরে আয়, গো, জননি।
দেখনা তোমার পিতা লুটায় ধরণী॥
তোমার নরম মন জানি চিরদিন।
কেন যে হইলে মা, গো, আজিকে কঠিন॥
হইলে এমন কেন আজি কালবশে।
মধুর আলাপ আর করিবি কি বসে॥
মা বলে ভুলিয়া আমি ছিনু এতদিন।
বুঝিলাম আজি আমি হইনু মাতৃহীন॥
মা! মা! মা! তুই আয় আয় আয়।
কোথায় রহিলি লক্ষ্মী হায়! হায়! হায়!॥

কত না কেঁদেছ তুমি সহায় বিহনে।
কত যে ডেকেছ মোরে সে ঘোর দুর্দ্দিনে॥
ভাবিলে সে সব কথা পাষাণ বিদরে।
কেন রে কঠিন প্রাণ আছিস অন্তরে।
কেমনে ফিরিব গৃহে বল না এখন।
কোথায় রহিলে মা, গো, প্রাণ সম ধন॥
বল কি সংসার সুখে গরল উঠিল।
সে সময় তোর আজি কিসে বা হইল॥
দিবানিশি খেল আসি দেখিব নয়নে।
কেন, গা, বিরলে বসি ভাবিছ কি মনে॥
ভাতুর সুবর্ণ ঘট হেরিয়া সম্মুখে।
জিজ্ঞাসেন মহারাজ তারে মনঃদুখে॥
কণক কলস তব কণকে গঠন।
জিনিয়া চম্পক কিবা দলিত বরণ॥
ভাতুর কমল অঙ্কে কি শোভা তোমার।
একমাত্র প্রিয়া তুমি কন্যার আমার॥
নিয়ত থাকিতে তুমি তাহার সহিত।
তাহার মন্ত্রেতে তুমি নিয়ত দীক্ষিত॥
ভাতুর ভাবনা তুমি ভাতু সে তোমার।
কোথায় সে ভাতুধন কর না গোচর॥
মহারাজ বলি মোরে না করিবে ভয়।
কহিবে সঠিক সব যাহা সত্য হয়॥
কেন, রে কলস, তুই আজ বাক্ হীন।
বলিবি না সে সকল পাইয়া কি দিন॥

মলিন মৃত্তিকা হ'তে তোর যে জনম।
মলিন যে তোর মন জানে সর্ব্বজন ॥
কতবার বহ্নি মাঝে করি সংস্কার।
এ হেন বরণ তোরে দেয় স্বর্ণকার ॥
সহজে সরল তুই হবি কি এখন।
সোণার বরণে নহে কার শুদ্ধ মন ॥
তুই সে পাপের মূল জগতের পাপ।
বিষময় খল ভরা যেন কাল সাপ ॥
ধর্ম্মপথে তুই এক পাপময় সেতু।
মিথ্যা সাক্ষ্য, অপলাপ প্রাণনাশ হেতু ॥
কি সাধ্য তোমার নয় কে বলিতে পারে।
দেবের অসাধ্য তাহা লেখনীতে হারে ॥
পরে সরসীরে লক্ষ্যে কহেন রাজন।
শুন, গো জলধি, তুমি জীবের জীবন ॥
সরিৎ সলিল স্বচ্ছ সাগর নিকর।
সকলের জন্মস্থান কঠিন ভূধর ॥
তথাপি কেমন সবে নির্ম্মল তরল।
অস্থিহীন কায় মরি স্বভাব সরল ॥
জগতের প্রাণরূপে রক্ষ জীবগণে।
ধন ধান্য প্রসূ তারা বহে যেই স্থানে।
এমন সলিলে পড়ি হও গো সরল।
কেন যে নিঠুর হলি বল মা সকল ॥
সলিলের জন্মস্থান কঠিন পাথর।
তাই কি পাথর হইল তব কলেবর ॥

অমৃতে গরলে হেরি সদাই বিষম।
জানিনু উভয়ে আজি মম ভাগ্যে সম॥
সলিলের শান্তিভাব কোথায় রহিল।
বুঝি বা আমার ভাগ্যে হইল অনল॥
এমন তোমার হৃদি মম ভাগ্য দোষে।
কারে দোষ দিব, মা, গো, হয় কালবশে॥
দিনান্তে শ্রমের অন্তে শুনি তোর কথা।
জুড়াইত মন প্রাণ ঘুচিত মা, ব্যথা॥
আয়, গো জননি, তুই, আয় পুনর্ব্বার।
ঘুচাও আসিয়া আজি মনের বিকার॥
কোথায় যাইয়া বল পাইব, মা, তোরে।
আর কি হেরিব তোরে এ ভব সংসারে॥
রাজপাট বৃথা হে'রি তোমার বিহনে।
আর কি পাইব, মা, গো, তোমা হেন ধনে॥
আমার সুখের আশা শুকাল সকল।
তোমা বিনা হেরি আজি সব অমঙ্গল॥
মৃগয়া করিতে গিয়া পাইনু, মা, তোরে।
পাইব কি আরবার আমি সে প্রকারে॥
তবে এস সৈন্যগণ, এস, রে সকলে।
সাজ, রে, সবার সজ্জা সাজ মন্ত্রবলে॥
পুনরায় চল যাই দলমার বনে।
ছলে ধরি আনি পুনঃ ভাতুরত্ন ধনে॥
হায় রে বিটপীদল তোরা সেই দিন।
হেসেছিলি কত হাসি সহিত বিপিন॥

কেন আজি তোরা বাছা না হও দুঃখিত।
ঝড়্ ঝড়্ স্বন্ স্বনে হাস সেই মত॥
আমার শোকেতে কেন শোকান্বিত হবে।
ভেবেছিলে মোরে বুঝি গর্ব্বিত কি তবে?
অগাধ জলধি তুমি স্থির রত্নাকর।
তুমিই তটিনী নদী তুমিই সাগর॥
তুমি হ্রদ নদ স্রোত তুমিই বরুণ।
তুমিই জগৎব্যাপী তুমি প্রস্রবণ॥
তুমি গঙ্গা তুমি গতি তুমিই গায়ত্রী।
তুমিই জগৎ প্রাণ তুমিই ধরিত্রী॥
তুমি বৃষ্টি তুমি শিলা তুমি কুজ্ঝটিকা।
তুমি মেঘ সিন্ধুবারি তুমি নিহারিকা॥
তুমি রূপ রস গন্ধ অমৃত অক্ষয়।
স্বর্গে সুরধুনী গঙ্গা তুমিই অভয়॥
সৃষ্টির আগেতে ছিলে ব্যাপিয়া ব্রহ্মাণ্ড।
জ্ঞানের অতীত দেহ তোমার প্রকাণ্ড॥
নির্ম্মল সলিল তুমি নরম কোমল।
সমান হইয়া থাক কেমন সরল॥
লুকাইলে তুমি কেন মম প্রাণনিধি।
এ হেন মহৎ জনে এ কেমন বিধি॥
ফিরিয়া দেহনা মম রতন ভাণ্ডার।
রত্নাকর! হেন রত্ন তোমার মিছার॥
করযোড়ে সবিনয়ে করি নিবেদন।
ফি রিয়া ফিরিয়া দেহ মম প্রাণধন॥

কেন, গো, কহনা কথা নির্ম্মল সলিল।
দিবে না ফিরিয়া ভাবি তাই কি জটিল॥
জানি জানি যার যত ততই অভাব।
কুটিল ছাড়িবে কেন আপন স্বভাব॥
যাও যাও বায়ু তুমি যাও আরবার।
বুঝাও সলিলে তুমি মম সমাচার॥
হায়! তবু নাহি শুনে দেয় মাথা নাড়া।
কঠিন সলিল আজি নাহি কোন সাড়া॥
জানি রে তোমার গতি জানি বক্রভাব।
জানিরে হৃদয় তোর জানিরে গৌরব॥
বক্রভাবে নিম্ন গতি সদাই তোমার।
এ কুল ও কুল ভাঙ্গ ভাঙ্গ ত্রিসংসার॥
নগর নগরী নর আকাশ পাথর।
অট্টালিকা শস্য ক্ষেত্রে বিটপী নিকর॥
সৃষ্টির যতেক প্রাণী কীটাণু সহিত।
সকল বসিয়া কর নিজ উদরিত॥
এমন ক্ষুধার জ্বালা আছে বল কার।
আছে কি এমন কেহ ব্রহ্মাণ্ড মাঝার॥
শুনিয়াছি আছে কাল সকলেতে কয়।
তার কিন্তু সমতুল্য তোর সঙ্গে নয়॥
অকারণে কাল কারে নাহি করে নাশ।
ঝলকে ঝলকে দেখি তোর ওরে গ্রাস॥
ধনহীন জন দুঃখী শুনি চিরদিন।
দেখি রত্নাকর তুমি তাহা হইতে হীন।

যার যত ধন বাড়ে ততই লালস।
পরের সামান্য দ্রব্যে ততই মানস ॥
হায়, রে, কি পোড়া মন কি বলিলি কায়।
কিছু নাহি জ্ঞান দেখি আপন জ্বালায় ॥
সকলি অদৃষ্টে ফলে কিম্বা কর্ম্ম দোষে।
অকারণে যারে তারে মিছামিছি রোষে ॥
কি হেতু সলিল মাঝে যাইবে তনয়া।
যথা আছে রক্ষা কর, ওগো, মা, অভয়া ॥
দেখ গো, দেখ গো, দেবি, রাখ, গো, মিনতি।
যথা থাকে রক্ষা কর কন্যা, বসুমতি ॥
কোথা গেল কি হইল কিছু নাহি জানি।
রক্ষা কর, দেব, দেবী, মম চাঁদমণি ॥
হায়, হায়, যেন মাগো রয়েচে কোথায়।
অকালে তাহার মৃত্যু মনে নাহি লয় ॥
খেলিছে কোথায় যেন মম বাছাধন।
জীবিত রয়েছে যেন এই হয় মন ॥
হা বিধাতঃ! পরমেশ বিপদ তারণ।
এ বিপদে কর রক্ষা অভাগার ধন ॥
তোমার চরণ বিনা কি আছে উপায়।
করিবে ভাতুরে রক্ষা হইবে সহায় ॥
এই বলি মহারাজ করেন ক্রন্দন।
পাত্র মিত্র সবে আসি বুঝায় তখন।
সকলে ধরিয়া পরে গৃহে লয়ে যায়।
শোকেতে অধীর নৃপ বুঝান কি দায় ॥

ভাতুর অদৃশ্য বার্ত্তা হইল প্রচার।
উথলিল শোকসিন্ধু সকল প্রজার॥
দীন দুঃখী আদি কান্দে দাস দাসীগণ॥
ভাতুর দয়ায় তুষ্ট আছে যত জন॥
কেহ কান্দে কে করিবে দয়া ভাতু সম।
সংসার পালনে দায় ঘটিবে বিষম॥
কেমনে বাঁচিব সবে তার দয়া বিনে।
কে করে আহার দান আজি অনশনে॥

রাজার স্বপ্নে ভাতু দর্শন।

সেই দিন মহারাজ না করি আহার।
কাতর হইয়া কান্দে গৃহের ভিতর॥
নিদ্রালসে রাত্রি শেষে থাকিয়া শয়নে।
দেখে শিরে বসি ভাতু কহেন স্বপনে॥
"পাইবে আমারে সেই পূর্ণ জলাশয়ে।
যাইবে একাকী কিন্তু প্রত্যূষ সময়ে"॥
রাজার কিয়ৎ পরে হৈল নিদ্রাভঙ্গ।
ভাবিলা কোথায় ভাতু সব স্বপ্ন রঙ্গ॥
তথাপি কিছুতে মন নহে কিন্তু স্থির।
ভাতুরে খুঁজিতে যান সরসীর তীর॥
মণিহারা ফণি সম চারিদিকে চান।
ভাতুরে কোথাও কিন্তু দেখিতে না পান॥

ইতস্ততঃ চারিদিকে করি অন্বেষণ।
হা ভাতু! বলিয়া কভু করেন ক্রন্দন ॥
পড়িছে অবাধে অশ্রু চক্ষু ফুয়ারায়।
ইতস্ততঃ ভ্রমে যেন পাগলের প্রায় ॥
রাজার পুণ্যের কথা কি বলিব বল।
হেনকালে শূন্যমাঝে আলোক জ্বলিল ॥
শতেক চপলা হেন একত্র হইল।
রাজার সম্মুখে আসি দৈবে উপজিল ॥
সেই আলোকের মাঝে হরগৌরী রূপে।
দেখা দিলা শূন্যমার্গে ভবানী স্বরূপে ॥
ভবানী কহেন "রাজা, কর অবধান"।
মানবী নহি, রে, দেখ হর বিদ্যমান ॥
ভবের গৃহিণী আমি নগেন্দ্র-কুমারী।
এই যে ভবেশ দেখ নিরীক্ষণ করি ॥
ভাতু রূপে ছিনু আমি তোমার আলয়ে।
অন্তর্দ্ধান হইয়াছি বিবাহ সময়ে ॥
নহি, রে রাজন, আমি কাহার তনয়া।
ভক্তি ভাবে যেই পূজে সেই পায় ছায়া ॥
তোমার ভক্তিতে আমি হইয়া বন্ধন।
ছিলাম, রে, ভাতু রূপে তনয়া যেমন ॥
ভক্তিভাবে আমাদের করেছ পূজন।
তাই দরশন দিনু কর নিরীক্ষণ ॥
হীরার কঙ্কণ এক বণিক তনয়।
পাঁচশতে বেচিয়াছে অন্যথা না হয় ॥

এই দেখ পরিয়াছি আপন করেতে।
ভাতিল দেবীর হস্ত রাজ নয়নেতে॥
আমার আশীষ তবে কররে, গ্রহণ।
অন্তিমে তোমার হবে বৈকুণ্ঠে গমন॥
চিরদিন মানভূমে তব বংশধর।
ভুঞ্জিবে এ রাজাসন এই মম বর॥
তুমি হতে নানা গোল বাধিবে সময়ে।
পিতৃপণে নরকে পাঠাবে পাপাশয়ে॥
সাবধান সাবধান হইবে তখন।
না হয় তোমার কেহ পাপেতে মগন॥
ভূতের এ দেহ ভার ভূতে মিশাইবে।
এই উপদেশ মম সবে বুঝাইবে॥
তবে এক কথা মম করিবে গ্রহণ।
বণিকে কঙ্কণ মূল্য করিবে প্রদান॥
আর এক বাঞ্ছা মম শুনরে ক্রমশঃ।
অন্তর্ধান হই ভাদ্র সংক্রান্তি দিবস॥
আপন রাজ্যের মধ্যে তুমি নরেশ্বর।
সেই দিন মম পূজা করিবে বিস্তর॥
পদ্মাসনে বসাইযা লক্ষ্মীরূপ করি।
পূজিবে আমারে সবে যত নর নারী॥
ভক্তিভাবে যেই জন করিবে পূজন।
ভবানী অর্চ্চনা ফল লভিবে সে জন"॥
জটালে গরুড় তবে লভি দিব্য জ্ঞান।
কর যুড়ি করে তবে উভয়ে বন্দন॥

জটালে গরুড় রাজা কর্ত্তৃক শিবের স্তব।

জয় শিব সোমেশ্বর, আশুতোষ দিগম্বর,
শ্বেতরূপী শিব ত্রিলোচন।
মহাদেব স্মরহর, ভোলানাথ ক্ষেমঙ্কর,
শান্তিনাথ শান্তি নিকেতন॥
কটিদেশে বাঘাম্বর, শোভে কিবা মনোহর,
পদযুগে নূপুর শোভিত।
জয় শিবঙ্কর ভোলা, গলে দিব্য হাড়মালা,
অঙ্গরাগ বিভুতি ভূষিত॥
জয় ত্রিলোচন হর, ভোলানাথ শুভঙ্কর,
নীলকণ্ঠ অনাদি মহেশ।
জয় জয় ভবনাশ, মহাদেব কালত্রাস,
ফণিময় জয় ব্যোমকেশ॥
ভাঙ্গ ভরে রক্ত অক্ষ, অর্কনিভ বিরূপাক্ষ,
হলাহল কালকূট ধারী।
ত্যজিয়া মণি মন্দির, শ্মশানে মশানে ফের,
বিশ্বেশ্বর তথাপি ভিখারী॥
মুখে বম্ বম্ নাদ, জয় প্রভু লোকনাথ,
পশুপতি প্রমথ মোহন।
জয় শম্ভু যোগপতি, বৃষধ্বজ বৃষপতি,
ভূতবর জয় পঞ্চানন॥

শিরে জটাজুট সাজে, ডমরু করের মাঝে,
বাজে ভোর যত ফণিগণ।
ভূত প্রেত আদি করি, ভ্রমে সদা নৃত্য করি,
বিমোহিত নিখিল ভুবন ॥
সাধুজন প্রেমাচারী, ফণি ফণা পৈতাধারী,
জগন্নাথ যোগীন্দ্র জীবন।
জয় জয় ঘোর তপ, ব্রহ্মনাথ সদা জপ,
পাপ নাশ বিপদ ভঞ্জন ॥
সোমনাথ শূলপাণি, পরব্রহ্ম পূর্ণজ্ঞানী,
জয় বিভো শশাঙ্ক-শেখর।
ত্রিপথগা ভাগীরথী, শিরে ধরি গঙ্গাপতি,
নাম তব তাই গঙ্গাধর ॥
কাম দেব ত্রিপুরারি, শ্বেত সনাতন হরি,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষদাতা।
জয় মদনারি হর, বিশ্বনাথ কাশীশ্বর,
জয় বিভো জয় সিদ্ধিদাতা।
জয় ভদ্র বিল্বপ্রিয়, গুণধাম অপ্রমেয়,
ব্রহ্মনাম মাত্র মুখে সার।
মহাযোগী যোগীবর, কৃপাসিন্ধু পাপহর,
হরি হর হরি নাম হার ॥

জটালে গরুড় রাজা কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তব।

ক।—কালী কালী কালকণ্ঠী কামাখ্যা কাত্যায়নী।
কমলা কুব্জিকা ক্রোড়া কুমারী কালরূপিনী॥
খ।—খগরূপা খড়্গহস্তা খণ্ড প্রলয়কারিণী।
খি খি খিল্লির রূপা খণ্ড মুণ্ড ধারিণী॥
গ।—গৌরী গুণা গয়া গঙ্গা গতিদা গতিদায়িনী।
গিরিজা গিরীশা গীতা গির্ব্বাণী গীতিরূপিণী॥
ঘ।—ঘণ্টেশ্বরী ঘনরূপা ঘন-জন্ম নিবারণী।
ঘোররূপা ঘোর অক্ষি ঘোর পাপ বিঘাতিনী॥

* * * *

চ।—চপলা চঞ্চলা চণ্ডী চণ্ডিকা চণ্ডরূপিণী।
চারুনেত্রা চতুর্ভুজা চণ্ডমুণ্ড বিঘাতিনী॥
ছ।—ছিন্ন ভিন্ন ছিন্নমস্তা ছাবাভূতা ছলরূপিনী।
ছদ্মবেশী ছিদ্রহীনা ছন্দোবন্দ প্রসাদিনী।
জ।—জয়া জাতী জগন্মাতা জাহ্নবী জলশালিনী।
জগদ্ধাত্রী জয়দাত্রী জগজ্জীবন রূপিনী॥
ঝ।—ঝর্ঝরা ঝঞ্চটানীলা ছঞ্ঝানীলনিবারিনী।
ঝল্‌ঝলী ঝন্‌ঝনা রূপা ঝঞ্ঝাটসংহারিণী॥
ট।—টঙ্কটিকা টঙ্কহস্তা টঙ্করা টঙ্কধারিণী।
ঠ।—ঠাণ্ডাময়ী ঠাণ্ডাকান্তি ঠেসদাত্রী ঠাকুরাণী॥
ত।—ত্রিনেত্রা তারিণী তারা ত্রিতাপ ত্রাসনাশিনী।
তীক্ষ্ণ নেত্রা তীব্ররূপী তীর্থরাজবিরাজিনী॥

দ।—দুর্গা দয়াবতী দেবী দেবেশী দুঃখনাশিনী।
দাক্ষায়ণী দশভুজা দানবেন্দ্রপ্রহারিণী॥
ধ।—ধর্ম্মাধর্ম্ম ধন ধান্য ধনদা ধর্ম্মদায়িনী।
ধাত্রী ধৃতি ধুমাবতী ধূর্জ্জটীসহধর্ম্মিণী॥
ন।—নিদ্রা নাড়ি জজ্ঞ ধ্বজা নগকন্যা নারায়ণী।
নিধি রূপা নন্দসুতা নর্ম্মদা নানা রূপিণী॥
প।—পদ্মা পদ্মালয়া প্রেমা পার্ব্বতী প্রীতি দায়িনী।
পদ্মাসনা পদ্মাক্ষি পরু-পবিত্র-পয়স্বিনী॥
ফ।—ফণিফণা ফণেশ্বরী ফলদা ফলদায়িনী।
ফেরু ফেরণ্ড ফেররূপা ফুল্লারবিন্দ নিভাননী॥
ব।—বিদ্যাবাণী বিশালাক্ষী বিমলা বলদায়িনী।
বগলা বাসনারূপী বৈষ্ণবী ব্রহ্মরূপিনী॥
ভ।—ভবানী ভুবনপ্রিয়া ভাবনা ভাব্য ভাবিনী।
ভৈরবী ভুবনেশ্বরী ভবভাব বিনাশিনী॥
ম।—মাহেশ্বরী মন্ত্রমায়া মহা মোক্ষ প্রদায়িনী।
ময়া মৃড়ানী মাতঙ্গী মহিষাশূর মর্দ্দিনী॥
য।—যশস্বিনী যশোদাত্রী যুগ যুগান্তকারিণী।
যাগ যোগ যজ্ঞরূপা যাদবী যমত্রাসিনী॥
র।—রেবতী রোদসী রমা রক্তবীজ প্রহারিণী।
রৌদ্রী রুদ্রাক্ষি, রুদ্রাণী রুদ্রপত্নী রক্তাননী॥
ল।—লোকমাতা লক্ষ্মী লম্বা লোকান্তর বিনাশিনী।
লয়রূপা লোল জিহ্বা লগ্নিকা লোহিতাননী॥
শ।—শবারূঢ়া শিবপ্রিয়া শঙ্করী শিবদায়িনী।
শৈলজা শীতলা শিবা শম্ভু নিশুম্ভনাশিনী॥

ষ।—ষষ্ঠী ষড়াননমাতা ষড়রিপু বিনাশিনী
ষড়ভূজা ষোড়শীরূপা ষড়চক্রভেদিনী ॥
স।—সর্ব্বমঙ্গলা সর্ব্বাণী সর্ব্বপাপ সংহারিণী।
সর্ব্বমন্ত্রময়ী সাধ্বী সিদ্ধিদাত্রী সনাতনী ॥
হ।—হেমা হরপ্রিয়া হীরা হিমজা হরিভাবিনী।
হরিণী হরিবল্লভা হর্ষিণী হিতকারিণী ॥
ক্ষ।—ক্ষমা ক্ষেমা ক্ষৌমিরূপা ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষুধা-হারিণী।
ক্ষেমঙ্করী ক্ষিতি ক্ষৌণী ক্ষয় কাল সংরক্ষিণী ॥
অ।—অপর্ণা অম্বিকা অম্বা অনাদি অদ্রিনন্দিনী।
অন্নপূর্ণা অগ্নিরূপা অজা অশূর নাশিনী ॥
আ—আচার্য্যা আয়দা আত্মা আত্মাশক্তি স্বরূপিণী।
আরাধ্যা আশ্রম আশা আতুরে আশ্বাস দায়িণী ॥
ই।—ইচ্ছাবতী ইচ্ছা ইরা ইন্দ্রাক্ষী ইন্দুবরণী।
ইন্দুবতী ইষ্টদাত্রী ইহকাল সংহারিণী ॥
ঈ।—ঈশ্বরী ঈশিত্বা ঈড়া ঈশী ঈশ্বরী ঈশানী।
উ।—উদ্ধার অধমে, উমে, উগ্রচণ্ডা রূপিণী ॥

এইরূপে মহারাজ জুড়ি দুই হাত।
স্তুতি পাঠ করি নমে হয়ে প্রণিপাত ॥
ভূতল হইতে তবে উঠিয়া রাজন।
আর না দেখিতে পান ভবানী চরণ ॥
বুঝিলেন দেব মায়া ভাতু দয়াবতী।
দৈববলে পাইলা দেখা রাজা মহামতি

হইয়া আনন্দে পূর্ণ গদ গদ স্বরে।
বহিছে নয়ন-নীর বক্ষের উপরে ॥
ধীরে ধীরে নিজ গৃহে করেন গমন।
আর না হইবে হেন রূপ দরশন ॥
পাঁচশত মুদ্রা দিলা আনি বণিকেরে।
চলিল বণিক গৃহে অতি ধীরে ধীরে ॥
পাত্র মিত্র সভাসদে ডাকিয়া সাদরে।
স্বপন বৃত্তান্ত সব কহিলা গোচরে ॥
যত সভাসদ তাহে হ'য়ে চমকিত।
কহিলেন "ভাতু পূজা করা সমুচিত" ॥
পাত্র কহে, "শুন, দেব, করি নিবেদন।
উচিত বচন মম করুন গ্রহণ ॥
তোমাসম শুভাদৃষ্ট আছে আর কার।
দেবের কি লীলা খেলা কি জানিবে নর ॥
গিয়াছে সে দিন আজি কি হবে উপায়।
আইলে নূতন বর্ষ অর্চিও তাঁহায়" ॥
এইরূপে ক্রমে দিন মাস হইল গত।
অবশেষে সেই ভাদ্র মাস উপস্থিত ॥
সভাসদ সহ যুক্তি করিয়া রাজন।
আজ্ঞা দিলা করিবারে ভাতুর পূজন ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা হরষিত চিতে।
ভাতুর রচনে সবে যাইছে ত্বরিতে ॥
কুম্ভকারে ডাকি রাজা কহিলা সকল।
রচিলা সে দেবী মূর্ত্তি যত্নে অবিকল ॥

কমল আসনে বসি করেতে কমল।
বিমল কমলা মূর্ত্তি করে চল চল॥
পরিহিত রক্ত বস্ত্র নানা আভরণ।
শিরোপরে শোভে কিবা কিরীট ভূষণ॥
মাস শেষে সংক্রান্তির হইল সঞ্চার।
পূজা আয়োজনে তবে সবাই তৎপর॥
ফল মূল পুষ্পহার করি আহরণ।
মিষ্টান্ন কদলী, চাল নৈবিদ্য যোজন॥
দেবীর সম্মুখে করি ঘটের স্থাপনা।
ভবানীর উদ্দেশেতে করিয়া পূজনা॥
ঢাক ঢোল নানা বাদ্য বাঁশরী সহিত।
সকল নিনাদে লোক হয়ে সচকিত॥
হরষে যতেক লোক পুলকে পুরিল।
এইমত ভাতু পূজা সবে আরম্ভিল॥
রাত্রে পূজা করি শেষ প্রাতে সমারোহে
বিসর্জ্জিলা সেই মূর্ত্তি কালিকার দহে॥
মানভুম হইতে হয় তাঁহার প্রচার।
এইরূপে পূজা ক্রমে হইল বিস্তার॥
কমলা পূজার ফল ভাতুর অর্চ্চনে।
ধন পুত্র লক্ষ্মী লাভ করে ভক্ত জনে॥
ভবানীর মুখবাণী কহিনু সকল।
ভাতু পূজনের ফল না হয় বিফল॥
পূজান্তে মধুর কথা করিবে শ্রবণ।
নহিলে না পূর্ণ হয় তাঁহার অর্চন॥

শুনিলে, মাতুলি, সব করিয়া বিশেষ।
লভিবে ভাতুর পুণ্যে জ্ঞান উপদেশ॥
অদ্যাপি দেখিবে তুমি, শুন দিয়া মন।
মানভুমে সেই বংশ ভুঞ্জে রাজাসন॥
অদ্যাপি তাঁহার ভূজা হয় চারিদিকে।
কি বলিব যত লোক আছে সব সুখে'' ॥
ইন্দ্রের বচন শুনি অতি হরষিত।
কহিলা মাতলি তাঁরে হইয়া প্রণত॥
"দেব-দেব দেবরাজ, ত্রিদিব ঈশ্বর।
শুনিয়া অমৃত কথা প্রফুল্ল অন্তর॥
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি ধন্য এ শ্রবণ।
ধন্য এ জীবন আজি লভি দিব্য জ্ঞান॥"

ভাতু (ভাদু) সকলেরই অতিশয় প্রিয় ছিলেন; বিশেষতঃ দুঃখীদিগের মধ্যে অতিশয় দয়াশীলা, সেইজন্য সময়ে সময়ে নানা বিষয় লইয়া উহাদের মধ্যে তৎসম্বন্ধে গীত রচিত হয়। গানের যদিচ মাথা মুণ্ড নাই, তথাপি একটী আদি গীত এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম।

অতি আদরণীয় ভাতুর গীত।

ও ভাদু! তোমায় করি নিবেদন,
বিপত্তি কালেতে ভাদু ও মধুসূদন গো।
ও ভাদু!

অশোক বনে পাতের কুঁড়ে রাম কি পাশা খেলেচে,
ওগো যোগীর বেশে, রাবণ এসে, সীতা হরেনিয়েচে।
ও ভাদু!
সীতা হরে নিলি রাবণ, খুলে গায়ের আভরণ,
ওগো মায়ের সত্য পালতে হবে চৌদ্দ বৎসর যাও,রে, বন
ও ভাদু!
রাম লক্ষ্মীরে যাবিরে বনে মায়ে ফেলে বলনা,
আমার মা দুখিনী অভাগিনী, এল কুঞ্জে রবে না।
ও ভাদু!
রাম ছাড়চে যজ্ঞের ঘোড়া অশোক বনের কাননে,
আবার লব কুশে, ঘোড়া, সীতা বলে দাও ছাড়িয়ে।
ও ভাদু!
বাড়ীর নামোয় ধান বুনিলাম, ধানের শুঁটি ফেল্লে না,
ওগো, বুনে অভিমান করেচে, ভায়ে লিতে এল না।
ও ভাদু!
ভায়ে বলে আনবো বুনকে, ভাজে বলে কি দিব,
আমি রাণীগঞ্জের ঢাকাই শাড়ী বুনকে বিদায় করিব।
ও ভাদু!
রাণীগঞ্জের ঢাকাই শাড়ী পরেছি আর পোরব না,
তুমি গেছিলে শ্যাম ভবের বাজার বিষয় পেয়ে ভুল না।
ও ভাদু!
মাছ রাঁদিলুম চাকা চাকা শ্যামকে কল্লুম নিমন্তন্,
আমি বিরলে পেয়েছি শ্যামকে ছায়ড়ে দিবার নাইকো মন
ও ভাদু! আমি করি নিবেদন॥

উপহার।

(সময় পৌর্ণমাসী)

জলে কুমুদ।

১। ভ্রমি রথে দিনকর সারা দিন পরে।
নিবারেন দিনশ্রান্তি অস্তাচল শিরে॥
দেখিয়া তপনে ক্লান্ত, হইল জগৎ শান্ত,
মৃদু মন্দ বহিল পবন।
তাহে দূর শ্রান্তি পরে, অলসে চেতন হরে,
ক্রমে আঁখি মুদিলা তপন॥

২। কেন বা মরিল রবি বিহঙ্গম কুল।
কুলায় কাঁদিয়া পশে হইয়া আকুল॥
তারকার মালা গলে, পূর্ণশশী শোভে ভালে,
দেখা দিলা জগতে রজনী।
বিনা জন সমাগমে, বিরল হইল ক্রমে,
নীরবিলা জননী মেদিনী॥

৩। জলধি হইতে তবে ক্রমে মৃদু হাসি।
পূর্ণ কলেবরে দেখা দিলা পূর্ণ-শশী॥
অতি প্রফুল্লিত মতি, ধীরে ধীরে দ্রুতগতি,
শাখী শির করিল ধারণ।
গভীর জলধি মাঝে, কুমুদি যথা বিরাজে,
সেই খানে দিলা দরশন॥

৪। এখানে অগাধ জলে শশী সোহাগিনী।
ভাবি প্রিয়া আগমন শ্বেতাঙ্গশোভনী॥
অতি হরষিত মন, করি বহু আকিঞ্চন,
শেফালিকা সখি লয়ে বসি।
প্রকৃতি রচিত বেশ, বিকাশিল অবশেষ,
যে বেশ বঞ্চিত প্রিয় শশী॥

৫। জলধি মুকুর তবে করিয়া ধারণ।
দেখয়ে আপন রূপ শোভিত কেমন॥
কটিতে হরিৎ বাস, শ্বেত অঙ্গ সুপ্রকাশ,
কিবা তাহে লোহিত সঞ্চার।
কাঞ্চন কিরীট শিরে, হেলে কটি বায়ু ভরে,
মুখ মৃদু হাসির আগার॥

৬। প্রিয়জন সমাগম দেখি কুমুদিনী।
ফেলিয়া মুকুর চলে ভেটিতে অমনি॥
স্বীয় কান্তে বসিবারে, দিয়া স্থান হৃদিপরে
ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসে কুশল।
কুমুদ বান্ধব তাহে, আনন্দে ঢলিয়া কহে,
"তব সুখে গগন শীতল"॥

৭। "নির্ম্মল বিমান দেশ শুনহ সুন্দরি।
নীরদে নির্ঘাত আর প্রায়শঃ না হেরি॥
না হয় করকাপাত, কভু বা মেঘের নাদ,
কভু ক্ষণ প্রভার প্রকাশ।
কদাচিৎ চিত্ত ভ্রমে, মিলিত জলদ ক্রমে,
মন্দ বাতে তখনি বিনাশ॥"

৮। "হইল পরম লাভ" কহিছে কুমুদী।
"কিন্তু তব অদর্শন দুঃখের বারিধি॥
কিবা সুখী কমলিনী, হেরি সদা দিনমণি,
ভাগ্য দোষে মম বিপরীত।
না হাসিলে পূর্ণমাসী, নাহি হেরি পূর্ণশশী,
পাপ অমা না হউক উদিত॥

৯। অমামা অমলা হীনা থাক দিন্ দিন্,
স্মরণে সমলা নিশা যাউক বিলীন,
হউক গ্রহের ভোগ, ভোগে তাকে চির রোগ,
দেব বৈদ্যে পাইবে আয়াস,
না হবে গ্রহের শান্তি, এই তার সমদান্তি,
তাপ হৃদে পূর্ণ এই আশ॥

১০। পাপীয়সী সে রাক্ষসী সতিনী আমার,
কালামুখী কুটিলা যাউক ছারখার,
মাসে মাত্র একবার, হেরি পূর্ণ শশধর,
অন্য দিন তার সঙ্গে বাদ!
কভু নাহি ত্যজে সঙ্গ, অংশ রূপে হরে অঙ্গ;
ভাবে নাই রাখে কার চাঁদ"?

১১। হাঁসি হাঁসি তবে শশী শান্তেন কান্তারে,
"কেন এত পুষ্প বৃষ্টি নির্জ্জন কান্তারে!
স্থির হও হও শান্ত, আমি তব সেই কান্ত,
প্রাণান্তেও নহি অপরের।
কেন অমামারে রোষ, নাহি তার কোন দোষ,
মণি তুমি আমার শিরের॥"

১২। "কিসে সুখী কমলিনী শুন প্রাণধন।
সুখ পরে দুঃখ হয় বিধির লিখন॥
দিবাভাগ হলে গত, দিনমণি অস্তমিত,
কমলিনী মলিনী আঁধারে।
নাহি হেরি তার অঙ্গ, কোথা যায় প্রিয় সঙ্গ,
কাঁদিয়া আকুল দেখ তাঁরে॥

১৩। কেবল তোমার হেতু ভাবি সারাদিন,
তাই দেখ এই অঙ্গ এই যে মলিন,
সতত দাদার ভয়, তাইতে না আসা হয়,
যে যে ক্ষণে তাঁর গৃহবাস।
তথাপি লুকায়ে আসি, ঘুমায়েছে দাদা বেশী,
তাই আজি এত অবকাশ॥

১৪। তাই আজি আবরিত নহে কলেবর।
তাই আজি, ফুল্লাননে, পূর্ণ শশধর॥
পূর্ব্বেতে বারতা তার, পাইয়াছি প্রিয়ম্বর,
তব পাশে রব সারারাতি।
হলে দাদা জাগরিত, পলাইব সত্বরিত,
ভাবি তাঁরে উপজয় ভীতি॥"

১৫। বুঝিয়া সময় তবে পাইয়া ইঙ্গিত—
শিউলি কুমুদ সখী হয়ে প্রহসিত,
স্বভাব ভাণ্ডারে পশি, মনমত গন্ধ রাশি,
মৃদুল অনিলে মিশাইল।
নৃত্য করে হেলে দুলে, শশী শোষে ঢলে জলে,
নানা রঙ্গে অমনি মাতিল॥

১৬। কুমুদ শশীর দেখ, দেখ, কিবা রঙ্গ,
ভাবুকের ভাবকূপ উভয় প্রসঙ্গ,
ক্ষণে সেই শশধর, কুমুদের পদধর,
ক্ষণে বৈসে কুমুদ উপরে।
অমনি কুমুদ হাসি, দূরে যায় ধীরে বসি,
কাঁপিয়া কাঁপিয়া থরে থরে॥

১৭। ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বদ্বার হইল মোচন।
লোহিতের আবির্ভাবে হাসিল তপন॥
বহিল পবন শান্ত, কোথায় কুমুদ কান্ত,
কুমুদিনী হইল মুদিত।
স্বভাবে নব জীবন, ফুটিল কুসুম বন,
পূর্ব্বাচলে তপন উদিত॥

১৮। দেখিয়া বিরহী জন স্বভাবের ভাব।
জর্জ্জরিত কলেবর অমনি নীরব॥
কিন্তু নাহি ভাবে মনে, সদা প্রিয় দরশনে,
কখন এ সুখ নাহি হয়।
বহুদিন গত ক্রমে, প্রিয়জন সমাগমে,
এই ভাব হৃদে উপজয়॥

রাগিণী—লোমঝিঁঝিট—তাল একতালা

শশাঙ্কধর, ধূর্জ্জটিহর, মহেশ মদনারে।
দ্বীপচর্ম্ম দিব্য বসন, অঙ্গরাগ বিভূতিভূষণ,
অক্ষমালা বক্ষ শোভন, মুখে বম্ বম্ হরে।

শিরে জটাজূট বৃষভ বাহন, ভালে ধক্ ধক্ বহ্নি দহন,
হলাহল বিষ কণ্ঠেতে ধারণ, জাহ্নবী বহিছে শিরে।
ভুজঙ্গভূষণ বিরূপাক্ষ, দক্ষ দমনে ভূত স্বাপক্ষ,
লক্ষ্মী নারায়ণেরই লক্ষ, রক্ষ ভব সংসারে॥

রাগিণী সুরট—তাল একতালা।

ভবনাশ বাণী, ভবেশ ভাবিনী,
ভাবনা, রে ভোলা মন আমার।
মৃড়ানী চণ্ডিকা, অপর্ণা অম্বিকা, জপনা
রসনা বারে বার॥
শাল জোড়া গাড়ী, চেন জোড়া ঘড়ি,
হেমময় ছড়ি, হীরক অঙ্গুরী,
কি করিবে তব বাঁকা মাথার তেঁড়ি,
যে দিন শিরে শমন ধরিবে তোমার।
নাহিক, রে, তথায় প্লীডার ব্যারিষ্টার,
উকীল র‍্যাংলার কিম্বা, রে, মোক্তার,
কে হবে জামিন ফিরে আসা ভার,
কেবা নিবারিবে সেই কারাগার।
পমেটম ছাতা, ইংরাজী জুতা,
টক্‌টকে চলন, ঠক্‌ঠকে কথা,
সে সকল তোমার থাকিবেনা সেথা,
উপায় বিহনে হইবে কাতর।
খ্যাতিযশ লাভে করিলি যে কাজ,

পরশির পরে হানিলি, রে, বাজ,
তথাপি কেন, রে, সকলে নারাজ,
কোথা গেল তব দেহ ছারেকার।
ঘর বাড়ী ধন নাহি প্রিয়জন,
পরিহিত বস্ত্র বিহীন এখন,
ভাবিয়া আকুল, লক্ষ্মী নারায়ণ,
দেবীর চরণ অন্তিমে নিস্তার।

গীত।

সকলই অদৃষ্টে ফলে যা ভাবি কৈ হয় মা তারা,
পড়িয়া মোহ প্রান্তরে হয়ে আছি দিশেহারা।
ভাবি মনে বার বার, শ্রীচরণ করি সার, ভব-সুখেরই সঞ্চার
ভেবে ভেবে হলুম সারা।
আরবার ভাবি মনে, সুখে বসি রাজাসনে,
বিপরীত ঘনে ঘনে, বিধাতার, মা, এই কি ধারা?
জ্ঞানকাণ্ডে কর্ম্মকাণ্ডে, পাপ পুণ্য দণ্ডে দণ্ডে,
কে জানে, মা, এ ব্রহ্মাণ্ডে কোন কাণ্ডে দণ্ডে ধরা?
শুন, মা, ভবহারিণী, সুখ দুঃখ সংহারিণী,
লক্ষ্মীরে হের জননী! মহামায়া মোহহরা।

রামপ্রসাদী সুর।

মা, তুই হলি শক্তিহীনা।
মিছা করি তোর পূজনা॥
ডেকে ডেকে সারা হলুম তবু ত উত্তর দিলি না।
মহাশক্তি নামটী ফাঁকি সৈতে হয় ভব-যন্ত্রণা॥
(তোমায়)।
মণিমুক্তা অলঙ্কারে আপনি হও, গো, বিভূষণা।
শিবের গায়ে ভস্মরাশি মাথায় জটা ফণিফণা॥
আপন ভোগে মেষ মণ্ডা, মহিষ ছাগ মাখন ছানা।
শিব-পূজায় বিল্বপত্র, গঙ্গাজল ঘৃতের কণা॥
শিব-স্কান্দে ভিক্ষার ঝুলি, নিজে হও, গো অন্নপূর্ণা।
কার্ত্তিক তব কাঁচা সোণা, করীর মুণ্ড ধরে গণা॥
অন্নাভাবে সরস্বতীর লক্ষ্মীর ঘরে আনাগনা।
লক্ষ্মী ভাবে তোর ভাবনা, কৈ ভাব, মা, তার ভাবনা



মাতৃবিয়োগ।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ আঢ্য প্রণীত



কলিকাতা,—৬৬ নং বিডন্ ষ্ট্রীট্

বিডন যন্ত্রে

শ্রীহরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত

সন ১২৮৫।

ভূমিকা

আমার মাতৃ-বিয়োগ হওয়ায় এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছিলাম। তৎকালে আমার মনোমধ্যে যে ভাব উদয় হইয়াছিল, তাহাই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। বিদ্যা নৈপুণ্য প্রকাশ জন্য ইহা রচিত হয় নাই, ও সে জন্য ইহা প্রচার করিব এমত আশাও ছিল না। কিন্তু কতিপয় বন্ধুর যত্ন ও পরামর্শে ইহা সাধারণ সন্মুখে উপস্থিত করিতে বাধিত হইয়াছি, ইহা পাঠ করিয়া সকলে যে তৃপ্তি লাভ করিবেন এমত মনে নাই; তবে যাঁহারা এরূপ কখন অবস্থাপন্ন হইয়াছেন তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ সুখ লাভ করিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

বুদ্‌বুদ্‌
ইং ১৮৭৯—১৪ই ফেব্রুয়ারি

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ আঢ্য
সাং জাহানাবাদ।

মাতৃবিয়োগ।

স্তোত্র।

জয়, জয়, জগদীশ! জগৎ-কারণ।
দয়া করি দীন জনে দেহ শ্রীচরণ।
তুমি নিরাকার, চক্ষু অগোচর,
নাহি দেখি তব রূপ।
হুই শির নত, করি প্রণিপাত,
দয়াময় বিশ্বরূপ।
জগৎ নিস্তার তুমি, তোমার কৃপায়,
চন্দ্র, সূর্য্য, তারা আদি শূন্যমার্গে ধায়!
তোমার কৃপায়, দিবা রাতি হয়,
শূন্যে খেলে ক্ষণপ্রভা,
নির্ম্মল নির্ঝর, অটবি-নিকর,
ধরণী-অতুল-শোভা!

বহিত্র বিহীন এই সংসার-সাগর,
বিকট তরঙ্গ তায় নাহি দেখি পার !
বিকট দর্শন, অতীব ভীষণ,
বিপুল জলধি-জল,
স্মরিলে চরণ, জগৎতারণ !
সে কালে আপনি বল।
না দেখি তোমার রূপ না জানি বর্ণন,
বিশ্বরূপ মাত্র নাম শুনেছে শ্রবণ।
হয়ে একমন, মুদি দু-নয়ন,
পূজি শ্রীচরণ মনে।
ভাবি হীন জ্ঞান, মূর্খতম জন,
ভুল না, হে, ভক্তাধীনে !
প্রণমি পরমেশ্বর, নিরাকার পরাৎপর,
বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বের পালন,
দয়াময় বিঘ্ন হর, নির্ব্বিকার বিশ্বেশ্বর,
জ্ঞান হীন পতিত পাবন !
তোমার জগৎসৃষ্টি, সর্ব্ব জীবে সম-দৃষ্টি,
দেখি তব আছে নিরন্তর।
রাজা প্রজা ভেদ নাই, দেখি ঈশ তব ঠাঁই,
বিঘ্নহীন তব নামে নর।

শ্রীপদ যে জন ভজে, যে জন তোমায় পূজে
তার হয় জ্ঞান সুপ্রকাশ,
তব নাম মাত্র সার, দূরে যায় অন্ধকার,
বিধু যথা করে তমো নাশ।
কিন্তু যে না স্মরে নাম, পাপ পুণ্য সম জ্ঞান,
হীন সেই অন্তিম উপায়।
কর কৃপা হেন জনে, জ্ঞান যেই এক মনে,
রসনায় তব নাম লয়।
দয়াসিন্ধু পুণ্যধাম, হর তার মন ভ্রম,
বিশ্বপাতা সর্ব্ব-শক্তিমান!
ধর্ম্মে যেন মতি রয়, পাপে সদা থাকে ভয়,
সুখে রাখ এ হেন জীবন।
শেষে দয়া কর দীনে, বসি মম হৃদাসনে,
স্থির কর এ চঞ্চল মতি,
যদি হে বিষয়ে মজি, চরণ নাহিক পূজি,
পাই যেন অন্তিমে সুগতি।

মাতৃবিয়োগ-বিধুরের ক্রন্দন

(১)

ত্যজিয়া সংসার, গেলে মা ! কোথায়,
কাঁদিছে হৃদয় না হেরে, তোমায়।
কি দুখ দিয়াছি নারিলে সহিতে !
ভাসাইলে দীনে দুঃখ-সাগরেতে !
কেন, মা ! সে কথা না বলিলে মোরে,
কেন না ক্ষমিলে দরিদ্র কুমারে ?
এত, কি গো দোষ হয়েছিল ঘোর !
প্রায়শ্চিত্ত তার ছিল না কি মোর !
তাই মন-দুখে থাকি কি নীরবে,—
ত্যজিলে জীবন,—কাঁদাইলে সবে !

(২)

উদরে ধারণ করিয়া সন্তানে,
ভুঞ্জিয়াছ দুখ অশেষ কারণে।
শৈশবে আমার দোষ কত শত।
সয়েছ, জননি ! তাহা অবিরত !!
সে সকল তুমি, চির তুষ্ট মনে,
ক্ষমিয়াছ, মাতঃ ! এ দীন অধমে !

সে শিশু কালেতে অবোধের দোষ,
তাহাতে যদি মা ! না হইল রোষ,
এখন এত কি হলো গুরুতর ?
সহিল না, হায়, হৃদয়ে তোমার ! !

(৩)

বাড়িছে বয়সে কুমার তোমার,—
তথাপি নির্দ্দোষী নহে একবার ;
স্নেহ-উৎস তব তথাপি প্রসৃত
নহে, গো জননি ! তিলে বিচলিত ।
হয় দিনে শত দোষ শ্রীচরণে,
দোষহীন সুত দেখি না ভুবনে ।
এত কিবা দোষ হল গুরুতর,
সহিল না মা গো হৃদয়ে তোমার !
তাই কি নীরবে, ত্যজিয়া জীবন,
জুড়ালে, জননি ! সন্তাপিত মন !!

(৪)

বাল্যকাল যবে হইল অতীত,
তখন ত দোষী চরণে নিরত !
সে সকল দোষ সদা উপে
সন্তোষিতে মোরে আদর করিয়া

ক্রোধিত দেখিলে অতীব যতনে,
তুষিয়াছ কত প্রবোধ বচনে।
এবে এত কিবা দোষ গুরুতর,
সহিল না, হায়! হৃদয়ে তোমার ?
তাই কি নীরবে ত্যজিয়া জীবন ;—
জুড়ালে, জননি! সন্তাপিত মন !!

(৫)

কৈশোর অতীতে তনয় যখনি,
হয় গো অন্যের জনক-জননী।
তখন ত স্নেহ ঘুচে না মায়ের,
দেখয়ে নন্দনে যেন দু মাসের,
তিল আধ হারা হইলে তাহারে,
রোদেন নিয়ত ব্যাকুল অন্তরে।
কি দোষেতে এত হইলাম দোষী ?
ত্যজিয়া নিশ্চিন্তে রহিয়াছ বসি !!
কোন্ অপরাধে, ত্যজিলে জীবন ?
জুড়াতে, কি মাতঃ! সন্তাপিত মন ?

(৬)

দন্তহীন মুখ শিরে সিত কেশ,—
স্থলোলিত চর্ম্ম নিষ্প্রভ কুবেশ,—

গমনে সহায় যষ্টি মাত্র বটে—
তথাপি বালক জননি নিকটে ! ! !
তবু পদে পদে কত হয় দোষ,
তথাপি জননী না করেন রোষ।
আমার কি দোষ এত গুরুতর ! !
হ'ল, স্নেহময়ি ! অসহ্য তোমার ! ! !
নীরবে নয়নে ত্যজি অশ্রুবারি,
ত্যজিলে জীবন মমতা পাসরি ! !

(৭)

সুষুপ্তি সময় শাস্ত্রে হেন কয়,
জাগাইলে হয় গমন নিরয় ;
দিনান্তে যখন হয়ে চিন্তাহীন,
শ্রান্তি নিবারিতে নিদ্রায় নিলীন—
হয় গো জননি ! অবোধ কুমার,
ডাকিয়া তখন দোষী বার বার ;
তথাপি ত রুষ্ট নহ কোন মতে,
সহিষ্ণুতাময়ী তুমিই জগতে ! !
নিদ্রা ঘোরে কি গো হইয়া মগন
তব প্রিয় সুতে ভুলেছ এখন ?

উঠ গো জননি ! উঠ একবার,
ধরি শ্রীচরণে কাঁদাইওনা আর ! !

(৮)

পুত্র-দোষ, মাতঃ ! ক্ষমনীয় দেখি,
তবে তুমি কেন মুদিয়াছ আঁখি ?
বুঝি গো ! বৎসের পরীক্ষিতে মন
হাঁ মা তুমি কি গো ! মুদেছ নয়ন ।
শত শতবার ধরি শ্রীচরণে,
উঠ গো, জননি ! ত্যজিয়া শয়নে !
ক্ষমা কর দাসে কহ, গো মা ! কথা,
দূরে যাক মোর অন্তরের ব্যথা !
মা বলি যুড়াক তাপিত জীবন,
হউক শীতল সন্তাপিত মন ! !

(৯)

ভ্রান্ত ভাবে দেখ দাঁড়ায়ে কুমার,
দর দর ঘামে শরীর তাহার ;
না সরে তাহার বদনে বাণী ;
কাঁদিছে নীরবে, দেখ না জননি !
কেন না তাহারে সান্তনিছ হায় !
নীরবে কেন, মা ! শয়ান ধরায় ।

আগেত কখন দেখিনা এমন,
বল না কি দুখে করেছ শয়ন ?
বুঝেচি আমার হইয়াছে দোষ,
ধরি শ্রীচরণে, পরিহর রোষ !!

(১০)

বিদেশ হইতে সমাগত সুত,
দেখ দেহ তার ধুলি ধূসরিত ;
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় না সরিছে বাক্
মা, মা ! বলি দিছে পুনঃ পুনঃ ডাক
ডাকিয়া ডাকিয়া আকুল পরাণী,
কোন অপরাধে, নীরব জননি !!
কেন বা নয়নে অশ্রু প্রবাহিত ?
কেন বা শয্যায় নীরবে শায়িত !
কি দোষেতে, মাতঃ ! হইলে নিদয়া,
কেমনে পুত্রের ভুলিলে গো মায়া !

(১১)

ধরি পদে কাঁদে কুমার তোমার,
রক্ত যবা রাগ আঁখি দুটি তার !
লুটিছে ধুলায় হাহাকার মুখে ;
তবু কেন, মাতঃ ! নিদ্রা যাও সুখে !

কাঁদিয়া লোহিত জগত লোচন,
দেখ না, জননি! আকাশে এখন ?
কাঁদিয়া উঠিছে বিহঙ্গম কুল!
শিহরিছে, হায় বিটপী আমূল !
তথাপি নীরবে কেন মা শায়িত ?
এতত কঠিন নহে তব চিত!!!

(১২)

কোন ব্রতে ব্রতী হয়েচ এখন ?
বচন অশন বর্জন নিয়ম!!!
তাই অনাহারে হইয়া ব্যাকুল,
শয়নে নীরবে আবরি দুকুল ?
কারণ ইহার বুঝি অনুভবে ;—
কহিলে বচন ব্রত পণ্ড হবে!!
তাই কি তোষ না কাতর নন্দনে ?
পরিহর, মাতঃ ! এ হেন নিয়মে!!
তাই কি, জননি ! আবরি বদন—
নীরবে শয্যায় করেছ শয়ন ?

(১৩)

বুঝেছি, জননি, বুঝেছি সকল,
হইয়া ক্রোধিতা হয়েচ বিকল !

ক্ষমিবেনা মোর দোষ গুরুতর !
তাই মনে ভাবি হও নিরুত্তর ! !
উঠ গো, জননি ! ত্যজ মা শয়ন।
ধরি শ্রীচরণে কাঁদিছে নন্দন !
স্রোত-সম তার চক্ষে বহে ধারা !
বলিতে যাহারে নয়নের তারা।
এবে কি হইলে নির্ম্মম তাহায়।
সন্তানে এ ভাব উচিত ত নয় ! !

(১৭)

কেন, রে উন্মাদ ! কেন মন হায়।
আর কেন মিছা ডাকিতেছ মায় ?
ধীরে স্থির চিতে ভাব একবার,
জানিবে আমূল নিদান ইহার।
নহে রে ! জননী নহে রে ! ক্রোধিত,
নহে ব্রতাচারি-অনাহারে রত।
নির্দ্দয় নির্ম্মম বিকট শমন—
হরিয়াছে তাঁর জীবন রতন ! !
বৃথা কেন তাপে সন্তাপিত আর ?
পাইবে না আর জননী তোমার !

(১৫)

তিমির বরণ, মহিষ বাহন;
ভ্রূকুটি কুটিল, লোহিত নয়ন;
করে কাল অসি, বিষম দশন;
বহ্নি-সম বহে নিশ্বাস পবন;
কুঞ্চিত কপোল, বিকট কুবেশ;
রুধিরে-রঞ্জিত দুই গণ্ড দেশ;
বিস্তারি বদন বিকট দশনে—
দংশিয়াছে কাল জননি রতনে।!!
বিষের জ্বালায় হয়ে অভিভূত
জননির তোর জীবন বিগত।!

(১৬)

রে দুরন্ত কাল! এ কি তোর কাজ?
ক্ষণমাত্র তোর সহিল না ব্যাজ?
হরিলি আমার জননি-রতনে?
যাঁহার কৃপায় পাইনু জীবনে।
যাবতীয় প্রাণী, করে করি অসি,
ছেদিতেছ, কাল, বিরলেতে বসি!!
তবু তোর নাহি পূরিল রে আশ?
ধিক্ ধিক্ তোরে, রে জগত-ত্রাস!!

করিছ নিয়ত অধম করম,
অন্তকের অন্ত হবে না কখন ?

(১৭)

যেমন আকার তেমনি, রে, মন—
দিয়া বিধি তোরে করেছে সৃজন ;
কুটিল, কঠিন পাষাণ হৃদয়,
পর-দুখে তব হৃদি দ্রব নয়।
কেন রবি-সুত বলে, রে ! তোমায়,
তার পুত্র হলে হতে না নির্দয় !
জানি না, জানি না, সংসার কেমন,
তেমন ঔরসে এ কেন নন্দন—
জন্মিবে কেমনে তা হলে নিশ্চয়—
থাকিত, রে ! তোতে কিছু পরিচয় !

(১৮)

হয়ে একমন কর রে শ্রবণ,
কিঞ্চিৎ রবির গুণের বর্ণন ;
হাসি পূর্ব্ব-দিকে হইয়া প্রকাশ।
সহস্র করেতে বিনাশে তমস্।
নিদ্রালসে সবে থাকে অচেতন।
তাঁহার উদয়ে পাইছে জীবন।

জীব জন্তু আর যতেক উদ্ভিদ্,
তাঁহারই বলেতে আছে, রে, জীবিত,
ক্রোধভরে কভু ঢাকিলে আনন—
বর্ষে জলধর—মৃতের জীবন!

(১৯)

চাঁচর চিকুরে বেণী শোভা পায়,
সীমন্তে সিন্দুর সুন্দর প্রভায়;
বিভূষিত বপু বসন ভূষণে,
স্বামি-সোহাগিনী সীমন্তিনীগণে,—
সংসারিগণের সংসারের মূল,
থাকে, যে, যে তোর নয়নের শূল!!
দেখিতে নারিস্ হইয়া অধীর,
পড়ে টস্‌টস্ জিহ্বা হতে নীর।
অমনি তাহারে গ্রাসিস্, শমন!
ধিক্ পুষ্প-কীট নির্দ্দয় নির্ম্মম!!

(২০)

কেন রে কাঁদাও নির্দ্দোষী শিশুরে
দারা, বন্ধু, আদি জনকমাতারে।
নির্দ্দোষী নির্জ্জীব প্রস্তরাদি যত;
সৃষ্টি হতে সব তব উদরিত।

পশু পক্ষী আদি যতেক উদ্ভিদ্,
নিত্য নিত্য গ্রাস একি অনুচিত ?
ধিক্ তোর ক্ষুধা ধিক্ তোর প্রাণে,
এ হেন নির্দ্দয় নাহিক ভুবনে ! !
তথাপি ত তোর নাহি রে, স্থিরতা,
একি পুরুষত্ব, একি, রে, বীরতা ! ! !

(২১)

পিশাচ-নন্দন বলি তোরে তাই,
ভয়ে চাটুকার হয়েছে সবাই,
কেন তোরে আমি করিব, রে, ভয় ?
যার সুত তুই কার্য্যে পরিচয় !
নহিলে কেন, রে, হইবি নির্ম্মম ?
নহিলে কেন, রে, এমন করম ?
নহিলে কেন, রে, অন্তরালে বসি,—
নাশিছ সকলে করে ধরি অসি ?
নহে, রে ! নহে, রে ! রবি পিতা তব
তা হলে কি তব এ গুণ সম্ভব ?

(২২)

কেন রে ! নির্ব্বোধ মানস অজ্ঞান !
বিনা দোষে কেন গঞ্জিছ শমন ?

বিধির এ বিধি জানিহ নিশ্চয়,
কেহ বা জনমে, কেহ পায় লয়।
ভূচর, খেচর, জলচর যত,
সকলে বিধির নিয়মানুগত।
বিধির নিয়মে জনমে জগতে,
তাঁহারই নিয়মে বিলয় ক্রমেতে।
নহে, নহে, নহে, কালের এ দোষ।
তবে কেন বৃথা, তাঁর প্রতি রোষ?

(২৩)

নিরাকার তিনি সদানন্দময়,
নিয়মে যাঁহার সৃষ্টি স্থিতি লয়;
তাঁহার নিয়মে হয় দিবা রাতি;
তাঁহার নিয়মে বহে স্রোতস্বতী;
বৃক্ষশাখে বসি ধরিয়া সুতান,
করে বিহঙ্গম তাঁর গুণ গান;
রবি, শশী, আর গ্রহ তারাগণ;
তাঁহার নিয়মে সঞ্চরে পবন;
ব্রহ্মাণ্ড প্রকাণ্ড ঘুরিতে ঘুরিতে;
চলিছে নিয়ত তাঁর নিয়মেতে;

(২৪)

তড়াগ, সরসী, সরিৎ, সাগর,
নগর, কানন, কন্দর, ভূধর,
সকলি তাঁহার আজ্ঞায় সৃজন ;
সকলি তাঁহার নিয়মে নিধন।
চিরকাল দেখ কেহ না রহিবে,
ধরা আদি সবে বিলয় পাইবে।
অষ্টকুলাচল, সহিত সমুদ্র,
ব্রহ্মা, পুরন্দর, দিনকর, রুদ্র,
তুমি, আমি, আর দারাসুতগণে ;
নিশ্চয় বিনাশ হইবেক ক্রমে !!

(২৫)

তবে কেন, মন ! কাঁদিয়া বিকল,
মিছার সংসার, রোদন বিফল।
গললগ্ন-বাসে হয়ে এক মন,
ডাক নিরাকার দুঃখ-বিমোচন।
তা'হলে বিনাশ হবে না তোমার,
শুন, রে অধম মানস আমার।
স্মরহ তাঁহারে স্মরহ সাদরে,
পরিহর ত্বরা সংসার বিঘোরে ;

ডাক পরমেশে অতি ভক্তিভাবে,
তাহাতে জননী তোমার তরিবে।

জগৎ নিস্তার দেব, জগচ্চিন্তামণি !
তোমার এ বিশ্ব সৃষ্টি তোমার মেদিনী ;
অয়ি যে পল্লবাবৃত পাদপ নিচয়,
নতশিরে সতত চরণে প্রণময় ;
অয়ি যে জগদানন্দ চন্দ্রমা সুকর ;
তোমার বিচিত্র চিত্র সুধার আকর ;
ঐ যে আকাশ মাঝে বিরাজিত রবি ;
নীলপটে শোভে যেন সিন্দুরের ছবি ;
ঐ যে তমসাবৃত রজনী সময়।
পরিয়া মুকুট শিরে সদা আসে যায় ॥
ঐ যে জন্তুর রব কিবা মনোহর ;
ঐ যে নিকুঞ্জ মাঝে কাকলি-নিকর ;
ঐ যে ভূধর শৃঙ্গ তুষার আবৃত ;
ঐ যে কল্লোল-স্বনা তটিনী অদ্ভুত
ঐ যে তরঙ্গযুত বরুণ ভীষণ ;
ঐ যে বালুকাময় মরু বৃক্ষহীন ;

এ সব তোমার সৃষ্টি ; হয়ে এক তান,
সতত গাইছে, দেব তব গুণগান।
তোমার অচিন্ত্য শক্তি কে জানে জগতে !
তোমার মহিমা, প্রভো, কে পারে বর্ণিতে
যে যা করে যাহা চিন্তে জান অন্তর্য্যামি !
তোমার কি অবিদিত, ওহে বিশ্বস্বামী !
সাষ্টাঙ্গ হইয়া নমি, ধরি শ্রীচরণ।
দীন জনে দয়া কর অখিল পালন।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

(মন !) মিছা ভাব দুখ !
সতত স্মর তাঁহারে পাবে চিরসুখ।
নিরাকার বিমল জ্যোতিঃ, পূর্ণব্রহ্ম জগৎপতি,
ভাব তাঁরে মূঢ়মতি, অন্তিমের সুখ।
নাহিক সংসারে সার, সার সেই নিরাকার,
ধর, রে! চরণে তাঁর, কেন অধোমুখ ?
ধর ধর এ বচন, দুর্ব্বুদ্ধি মন-বারণ,
কেন কর, রে ! হেলন, কেন হও মূক ?
কৃপা করি দয়াময়, বিরাজ মোর মনোময়,
শেষে যেন গতি হয় :—শ্রীচরণ সুখ।